الله

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً

সহজ

জামালুল কুরআন

বর্ধিত বাংলা সংস্করণ

মূল
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

সংযোজিত আরও একটি পুস্তিকা

দশ মিনিটে তাজবীদ শিক্ষা

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
নাদিয়া ভবন, ৫৯, চক বাজার ঢাকা।

সহজ জামালুল কুরআন
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ)

প্রকাশক
আলহাজ্ব মাওঃ মাহমুদুল হাসান

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
নাদিয়া ভবন, ৫৯, চক বাজার, ঢাকা। ফোনঃ ৭৩১০১৫৩
পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০, বাংলা বাজার, ফোনঃ ৭১১৭৫০৮২
ইসলামী বুক কমপ্লেক্স, ১১,১১ / ১, বাংলা বাজার।

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২০০৩ ইং।

মূল্য ঃ ২০ টাকা মাত্র।

অক্ষর বিন্যাসঃ ইরফান কম্পিউটার্স, নাদিয়া ভবন, ঢাকা। মোবাঃ ০১১০০১৫৫৩

মুদ্রণে ঃ নাদিয়াতুল কুরআন প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।
দূরালাপনী ঃ ৭৩১০১৫৩, ৭১১৭৫০৮২

প্রকাশকের কথা

কুরআনুল কারীম পড়া ও শুনা উভয়টিতেই অসংখ্য ফযিলত রয়েছে। অর্থ বুঝে না আসলেও মুসলমান মাত্রকেই কুরআন মজীদ পড়া ফরয। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক 'তারতীলের' সাথে (অর্থাৎ তাজবীদসহ বিশুদ্ধ রূপে) কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বহু তিলাওয়াত কারীকে (তাজবীদের ব্যতিক্রম ভুল পড়ার জন্য) স্বয়ং কুরআনই অভিশাপ দেয়ার কথা হাদীসে পাকে উদ্ধৃত হয়েছে। ইলমে তাজবীদ হল সে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষারই বিষয় বস্তু। সুতরাং নিঃসন্দেহে তাজবীদ শিক্ষা অতীব গুরুত্ব পূর্ণ কাজ। আর এর জন্য প্রয়োজন তাজবীদ সম্বলিত কিতাবের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞ কারী সাহেবের নিকট মশক। উভয়টিই শুদ্ধ তিলাওয়াতের জন্য জরুরী।

বলাবাহুল্য বর্তমান বাজারে ইলমে তাজবীদের উপর বাংলা ভাষায় সহজ বোধ্য, নির্ভর যোগ্য, সংক্ষিপ্ত কোন পুস্তক না থাকায় এ অভাব পূরণের প্রয়োজনীয়তা চিন্তাশীল মহল দীর্ঘ দিন যাবত অনুভব করে আসছিলেন। সুতরাং তাঁদের দাবী ও বাংলা ভাষা ভাষী তাজবীদ শিক্ষার্থী ভাই বোনদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর উপর ভরসা নিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) রচিত 'জামালুল কুরআন' কিতাবটি প্রকাশ করার ইচ্ছা করি। যেহেতু কোন বস্তু সহজে আয়ত্ব করার জন্য প্রশ্নোত্তর মাধ্যমটি বিশেষ কার্যকরী প্রক্রিয়া, তাই বর্তমান বইটির অনুবাদের ক্ষেত্রে সে প্রক্রিয়াই অবলম্বন করা হয়েছে। আর যেহেতু মুল কিতাব খানা আজ থেকে প্রায় আশি বছর পূর্বেকার লেখা তাই একে বর্তমান যোগোপযোগী করনার্থে হুবহু অনুবাদ না করে মূল বিষয়াদীকে সামনে রেখে তার আলোকেই সহীহ সরল ভাবে আলোচনা গুলো বাংলাতে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। আর মূল কিতাবের চৌদ্দটি লোমআকে চৌদ্দটি পরিচ্ছেদের আওতায় বর্ধিত আকারে তুলে ধরা হয়েছে এবং বাংলা নাম করণ হয়েছে সহজ জামালুল কুরআন।

সর্ব স্তরের পাঠক / পাঠিকাদের সুবিধার্থে বইটির শেষ অংশে জামালুল কুরআন তথা ইলমে তাজবীদের সার সংক্ষেপ 'দশ মিনিটে তাজবীদ শিক্ষা' একটি পুস্তিকা সংযোজন করা হয়েছে। মক্তব মাদ্রাসার ছাত্র/ ছাত্রীদের কে পুস্তিকাটি মুখস্ত করিয়ে দিলে সহজে ও অল্প সময়ে তাজদবীদের বিষয়সমুহ আয়ত্ব করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা নির্ভুল আকারে বইটিকে পাঠক সমীপে পেশ করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি। তদুপরি ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই অভিজ্ঞজনদের নিকট আরয, যদি কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষতঃ ফন্নী মাসআলায় যদি অসমাঞ্জস্যতা নযরে পড়ে তাহলে আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নিব ইনশাআল্লাহ।
রাব্বুল আলামীন একে কবুল করে সকলের জন্য উপকৃত করুন। আমীন।

মাওঃ মাহমদুল হাসান।

ভুমিকা

হামদ ও সালাতের পর। এ পুস্তিকাটি ইলমে তাজবীদের জরুরী বিষয়বস্তু নিয়ে লিখা যার নাম করণ করা হয়েছে 'জামালুল কুরআন' এবং এর প্রতিটি পাঠের আলোচ্য বিষয় কে 'লুমআ' নামে আখ্যায়িত করা হবে। প্রকৃত পক্ষে এ পুস্তিকা খানা আমার শ্রদ্ধা ভাজন মুরব্বী মাদ্রাসায়ে কুদ্দুসিয়া গাঙ্গোহ এর মুহতামিম হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের (রাহঃ) নির্দেশ ক্রমে লিপিবদ্ধ করেছি।

এর অধিকাংশ আলোচনাই ইলমে তাজবীদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হাদীয়াতুল ওয়াহীদ থেকে চয়ন করে খুব সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যা প্রান্তিক স্তরের ছাত্ররাও বুঝে নিতে পারবে। তাছাড়া ইলমে কেরাতের অন্যান্য কিতাবাদী থেকেও কিছু কিছু বিষয় বস্তু নেয়া হয়েছে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিতাবের নামও উল্লেখ করে দিয়েছি। আমার পক্ষ থেকেও কিছু বর্ণনা এনেছি, যেখানে সেখানে আমার মতামত চিহ্নিত করার প্রয়োজন বোধ করিনি। মোট কথা যেসব স্থানে কোন কিতাবের উদ্ধৃতি নেই সে সব বিষয় গুলো হয়ত 'হাদিয়াতুল ওয়াহিদ' হতে সংগৃহীত নতুবা আমি অধমের।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে বুঝার তৌফিক দিন। তিনিই উত্তম সাহায্য কারী ও সর্ব শ্রেষ্ট বন্ধু।

লেখক

আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ)

একটি সুপরামর্শ

(আসাতেযায়ে কেরাম!) উক্ত পুস্তিকাটিকে খুব বুঝিয়ে শুনিয়ে (ছাত্রদেরকে) পড়াবেন। প্রতিটি বিষয়ের বিষয় বস্তুর পরিচিতি ও মাখরাজ সিফাত ইত্যাদি আলোচনা সমূহ খুব ভাল করে মুখস্ত করিয়ে দিবেন। তা যদি সম্ভব না হয় তবে 'হককুল কুরআন' রেসালাটি কণ্ঠস্থ করিয়ে দিবেন।

সূচী-পত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
তাজবীদের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ তাজবীদ কাকে বলে?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদের প্রতিটি হরফকে তার নিজস্ব মাখরাজ (উচ্চারণ স্থল) হতে উচ্চারণ করা এবং প্রতিটি হরফকে তার সিফাত (উচ্চারণের সাঠিক অবস্থা) সহ আদায় করাকেই তাজবীদ বলে।

প্রশ্ন ঃ তাজবীদের বিষয় বস্তু কি?

উত্তর ঃ কুরআনমজীদের বর্ণমালা (হুরুফে তাহাজ্জী) সমুহই তাজবীদের বিষয় বস্তু।

প্রশ্ন ঃ তাজবীদের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ তাজবীদের উদ্দেশ্য হল কুরআন শরীফের হরফ সমুহকে শুদ্ধ ও সুন্দর করে পড়া। অর্থাৎ প্রতিটি হরফকে তার নিজস্ব মাখরাজ হতে সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা এবং প্রতিটি হরফকে তার সঠিক উচ্চারণ ভঙ্গিতে আদায় করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
লাহনে জলী ও লাহনে খফীর বিবরণ

প্রশ্ন ঃ لحن লাহন কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ লাহন শব্দের অর্থ ভুল। অর্থাৎ কুরআন মজীদকে তাজবীদ ছাড়া তিলাওয়াত করা বা ভুল পড়াকে লাহন বলে। লাহন দুই প্রকার। যথাঃ ১. লাহনে জলী, ২. লাহনে খফী।

প্রশ্ন ঃ লাহনে জলী (মারাত্মক ভুল) কাকে বলে?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদকে সহী শুদ্ধ ভাবে পড়ার জন্য অবশ্য পালনীয় যেসব নিয়ম নীতি আছে তার বিপরীত ভাবে কুরআন মজীদ পড়াকে লাহনে জলী বলে। যেমন ঃ (ক) এক হরফের স্থলে অন্য হরফ পড়া যথা ঃ- اَلْحَمْدُ এর স্থলে اَلْهَمْدُ পড়া অথবা ث কে س পড়া অথবা ع এর স্থলে ء হামযাহ্ পড়া। (খ) কোন কোন হরফ বাড়িয়ে দেওয়া যেমন ঃ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়ার সময় د ا ل এর পেশ এবং ہ এর যেরকে এভাবে লম্বা করে পড়া যাতে دال এর পর و এবং ہ এর পর ی সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমনঃ- اَلْحَمْدُوْ لِلّٰهِیْ (গ) কোন হরফকে কমিয়ে দেয়া যেমনঃ- لَمْ يُوْلَدْ এর মধ্যে وا و কে স্পষ্ট ভাবে আদায় না করে لَمْ يُلَدْ পড়া। (ঘ) যের যবর পেশ ও জযমের একটির স্থলে অপরটি পড়া, যেমনঃ- اِيَّاكَ এর ك এর মধ্যে যের পড়া, اِهْدِنَا এর 'ہ' এর পূর্বে হামযার মধ্যে যবর দিয়ে পড়া اَهْدِنَا। اَنْعَمْتَ এর মীমের মধ্যে জযম এর স্থলে যবর দিয়ে اَنْعَمَتَ পড়া। অর্থবা (ঙ) হরফকে তার মাখরাজ হতে আদায়

না করা। (চ) হরফের হরকত ঠিক না রাখা। (ছ) তাশদীদ যুক্ত হরফকে বিনা তাশদীদে পড়া। এ ধরণের ভুল পড়াকে লাহনে জলী বলে।

প্রশ্ন ঃ লাহনে জলী পড়লে অসুবিধা কি?

উত্তর ঃ লাহনে জলী পড়া হারাম। অনেক ক্ষেত্রে লাহনে জলী পড়ার কারণে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়ে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ লাহনে খফী কাকে বলে?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদ শুদ্ধ ভাবে পড়ার জন্য যেসব নিয়ম নীতি নির্ধারিত আছে তার বিপরীত পড়া। যেমনঃ- ر যখন যবর বা পেশযুক্ত হয় তখন ر কে মোটা করে মুখ ভরে পড়তে হয়, যেমনঃ- اَلصِّرَاط এর ر মুখ ভরে পড়তে হয়। কিন্তু ر কে মোটা করে মুখ ভরে না পড়ে চিকন ভাবে পড়া। এ ধরণের ভুলকেই লাহনে খফী বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ লাহনে খফী পড়লে অসুবিধা কি?

উত্তর ঃ লাহনে খফী পড়লে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে নামায নষ্ট হয় না বটে; কিন্তু এরূপ তিলাওয়াত করা মাকরূহ। অতএব, লাহনে খফী হতেও বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।

তৃতীয় পরিচেছদ
কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের শুরুতে আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদ পড়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদ পড়ার পূর্বে اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া ওয়াজিব। পবিত্র কুরআন মজীদে আছে فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ তোমরা যখন কুরআন মজীদ পড়বে তখন শয়তানের প্ররোচনা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট মুক্তি চাও অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ পড়। اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এর পরিবর্তে اَسْتَعِيْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়াও জায়েয আছে তবে আউযু বিল্লাহ.... পড়াটাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা اَعُوْذُ بِاللهِ... الخ পড়তেন।

প্রশ্ন ঃ বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে দুই সূরার মধ্যস্থলে বিসমিল্লাহ পড়া জরুরী। যদি সূরার প্রথম হতে পড়া আরম্ভ করা হয় তবে আউযু ও বিসমিল্লাহ উভয়টি পড়া

জরুরী। অনুরূপ যদি পড়তে পড়তে অন্য সূরা আসে তখন বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। কিন্তু পড়তে পড়তে যদি সূরা বারাআত এসে পড়ে তখন বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না। কেননা, এই সূরার সাথে বিসমিল্লাহ নাযেল হয়নি। আর যদি সূরা বারাআত হতে তিলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে আউযুর সাথে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। কোন কোন আলিমের মতে সূরা বারাআতের তিলাওয়াতের শুরুতেও বিসমিল্লাহ পড়বে না। যদি কোন সূরার মাঝখান হতে তিলাওয়াত শুরু করা হয় তখন বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়া খুবই ভাল, জরুরী নয়। কিন্তু এমতাবস্থায় আউযুবিল্লাহ পড়া জরুরী।

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদ পড়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার কয়টি পদ্ধতি আছে ও কি কি?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদ পড়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার চারটি পদ্ধতি। (১) আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ উভয়ের পর ওয়াক্‌ফ করা তারপর কুরআন মজীদ পড়তে শুরু করা। এ নিয়মকে ফসলেকুল' (সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতি) বলা হয়। (২) আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ ও সূরা সবগুলো ওয়াকফ ছাড়া এক নিঃশ্বাসে মিলিয়ে পড়া এ নিয়মকে 'ওয়াসলে কুল' (সম্পূর্ণ মিলিত পদ্ধতি) বলা হয়। (৩) আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ মিলিয়ে পড়া এবং সূরা পৃথক করে পড়া। এ নিয়মকে 'ওয়াসলে আউয়াল ফসলে সানী' (প্রথম দুই অংশ মিলিত এবং দ্বিতীয় অংশ পৃথক) বলে। (খ) আউযুবিল্লাহ পৃথক ও বিসমিল্লাহ এবং সূরা একসাথে মিলিয়ে পড়া। এ নিয়মকে 'ফসলে আউয়াল ওয়াসলে সানী ' (প্রথম অংশ পৃথক দ্বিতীয় দুই অংশ একত্রিত) বলে। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তিলাওয়াতের শুরুতে উপরে উল্লিখিত চারটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পদ্ধতিতে (ফসলে কুল ও ওয়াসলে আউয়াল ফসলে সানী) তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া জায়েয। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ্ধতিতে পড়া জায়েয নাই।

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদে দুই সূরার মাঝখানে যে বিসমিল্লাহ থাকে সে বিসমিল্লাহটি কিভাবে পড়বে?

উত্তর ঃ দুই সূরা মিলিয়ে পড়ার সময় মাঝখানে যে বিসমিল্লাহ আছে সেখানে বিসমিল্লাহকে হয়ত (১) সম্পূর্ণ পৃথক করে পড়বে বা (২) পূর্বের সূরার শেষ আয়াত ও বিসমিল্লাহকে শুধুমাত্র পরবর্তী সূরার সাথে মিলিয়ে পড়বে। বা (৩) বিসমিল্লাহকে শুধুমাত্র পরবর্তী সূরার সাথে মিলিয়ে পড়বে। উপরোক্ত তিন নিয়ম বাদ দিয়ে বিসমিল্লাহকে পূর্বের সূরার শেষ শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া এবং পরবর্তী সূরাকে পৃথক ভাবে পড়া ঠিক নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মাখরাজের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ মাখরাজ কাকে বলে?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারনের স্থান কে মাখরাজ বলে।

প্রশ্ন ঃ আরবী ভাষায় মোট হরফ কয়টি এবং মাখরাজ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ আরবী ভাষায় মোট হরফ ২৯টি এবং হরফের মাখরাজ মোট ১৭টি। কোন কোন মাখরাজ হতে ১টি হরফ, কোন কোন মাখরাজ হতে ২টি ও কোন কোন মাখরাজ হতে ৩টি হরফ উচ্চারিত হয়।

প্রশ্ন ঃ সর্বমোট কয়টি জায়গা হতে হরফ উচ্চারিত হয়?

উত্তর ঃ মোট পাঁচটি জায়গা হতে হরফ উচ্চারিত হয়। (১) জাউফে দেহান অর্থাৎ মুখের ভিতরের খালি জায়গা। এখানে একটি মাখরাজ এবং এখান থেকে তিনটি (মদের হরফ) উচ্চারিত হয়। যথাঃ واو الف ى (যখন মদ হয়) (২) লিসান অর্থাৎ জিহ্বাতে দশটি মাখরাজ এবং এ দশটি মাখরাজ হতে সর্বমোট ১০টি হরফ উচ্চারিত হয়। (৩) হলক অর্থাৎ গলা এখানে তিনটি মাখরাজ এবং এ তিনটি মাখরাজ হতে ছয়টি হরফ উচ্চারিত হয়। (৪) শাফাতাইন অর্থাৎ দুই ঠোঁট এখানে দুইটি মাখরাজ এবং চারটি হরফ উচ্চারিত হয়। (৫) খাইশুম অর্থাৎ নাকের বাঁশী। এখানে একটি মাখরাজ এবং এখান থেকে কোন হরফ উচ্চারিত হয় না; বরং গুন্নাহ উচ্চারিত হয়।

১নং মাখরাজঃ- জাউফে দেহান অর্থাৎ মুখের ভিতরের খালি জায়গা। এ মাখরাজ হতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয় واو যখন সাকিন হয় এবং পূর্বের হরফে পেশ হয় যেমনঃ اَلْمَغْضُوْبِ , ى যখন সাকিন হয় এবং এর পূর্বের হরফে যের হয়, যেমনঃ- نَسْتَعِيْنُ , الف যখন হরকত ও জযম যুক্ত হয় এবং পূর্বের হরফে যবর থাকে যেমনঃ- صِرَاطَ , الف জযম ও হরকত যুক্ত হওয়ার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, হরকত ও জযম যুক্ত আলিফকে হামযাহ বলা হয়। যদিও অনেকে একেও الف বলে থাকে। যেমনঃ- اَلْحَمْدُ এর শুরুতে যে আলিফ আছে, بَأْسٌ এর মাঝখানে যে আলিফ আছে। (মনে রাখতে হবে যে; সমস্ত কিতাবে উপরোক্ত দু'ধরনের আলিফকে হামযা বলা হয়েছে)

প্রশ্ন ঃ হরুফে মদ ও হরুফে হাওয়াইয়াহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ উপরোল্লিখিত واو الف يا অর্থাৎ যদি واو সাকিন তার পূর্বের হরুফে পেশ হয়, আলিফের পূর্বের হরফে যদি যবর হয় এবং يـ সাকিন এর পূর্বের

হরফে যাদ যের হয়, তবে يا الف واو কে হরুফে মদ বা হরুফে হাওয়াইয়াহ (বাতাসী হরফ) বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ হরুফে মদ ও হরুফে হাওয়াইয়াহ নামকরণের কারণ কি?

উত্তর ঃ উক্ত তিনটি হরুফের উপর কখনও কখনও মদ হয়। (মদের বিবরণ একাদশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) এ জন্য এদেরকে হরুফে মদ বলা হয়। এবং যেহেতু উপরোক্ত হরফ গুলির উচ্চারণ বাতাসেই সমাপ্ত হয় এজন্য এগুলোকে হরুফে হাওয়াইয়াহ বা বাতাসী হরফ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ হরুফে লীন কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে واو সাকিনের পূর্বের হরফে যবর হয় তাকে واولين বলা হয়। যথাঃ مِنْ خَوْفٍ এবং যে يا সাকিন এর পূর্বের হরফে যবর হয় তাকে ياي لين বলা হয়। যেমনঃ- وَالصَّيْفِ

২নং মাখরাজঃ- আওসাতে হলক বা কন্ঠনালীর মূল অংশ যা সিনার সঙ্গে মিলিত আছে এ জায়গা হতে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়।

যেমনঃ- ء ও ه যথাঃ- أَهْ - أَءْ

৩নং মাখরাজঃ- আউসাতে হলক বা কন্ঠনালীর মধ্যস্থল এ মাখরাজ হতে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমনঃ- ح - ع

৪নং মাখরাজঃ- আদনায়ে হলক বা কন্ঠনালীর উপরের মাথা। এই মাখরাজ হতে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়। خ - غ

উপরোক্ত ছয়টি হরফকে হরুফে হালক্বী বলা হয়।

৫নং মাখরাজঃ- আকসায়ে লিসান অর্থাৎ জিহ্বার গোড়া ও সেই বরাবর উপরের তালুতে ধাক্কা লাগিয়ে। এই মাখরাজ হতে একটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথাঃ- ق

৬নং মাখরাজঃ- ক্বাফের মাখরাজের নিকটেই জিহ্বার গোড়ার অর্ধাংশের মধ্যস্থল এবং সেই বরাবর উপরেরতালু, এই মাখরাজ হতে ك উচ্চারিত হয়। ق ও ك এ দুটি হরফকে লুহাতিয়া বলে।

৭নং মাখরাজঃ- ওসতে লিসান অর্থাৎ জিহ্বার ঠিক মধ্যস্থল সেই বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে, এ মাখরাজ হতে ج ش ى এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। কিন্তু এ মাখরাজ থেকে ى উচ্চারিত হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো ى যেন মদের হরফ বা ইয়ায়েলীন না হয়। ইয়ায়েলীন ও ইয়ায়েমাদ্দার মাখরাজ ১নং মাখরাজের বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। ج ش ى এই তিনটি হরফকে হরুফে শাজারিয়াহ বলা হয়।

ফায়েদা ঃ সামনে যেসব মাখরাজের আলোচনা হবে তাতে কয়েকটি দাঁতের আরবী নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বুঝার সুবিধার্তে এখানে দাঁতের নাম ও পরিচিতি উল্লেখ করা হচ্ছে। জেনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক পূর্ণ বয়ষ্ক লোকের সাধারণতঃ ৩২টি দাঁত থাকে। উপরের পাটিতে ১৬ টি ও নীচের পাটিতে ১৬ টি। তন্মধ্যে জিহ্বার অগ্রভাগের সম্মুখস্থ ৪টি দাঁতকে সানায়া বলে। উপরের পাটির দুটি দাঁতকে সনায়ায়ে উলয়া ও নীচের পাটির দুটি দাঁতকে সানায়ায়ে ছুফলা বলা হয়। সানায়ায়ে উলইয়ার দুপাশে দুটি এবং সানায়ায়ে ছুফলার দুপাশে দুটি, এই চারটি দাঁতকে রুবায়ী বা কাওয়াতে (কর্তন দাঁত) দাঁত বলে। রুবায়ী নামক চার দাঁতের (উপর নীচের) দুপাশে দুটি করে এই চারটি দাঁতকে আনইয়াব ও কাওয়াসের (সূচাল দাঁত) দাঁত বলে। বাকী ২০টি দাঁতকে আরাস বা চোয়ালের দাঁত বলে। তন্মধ্যে উপরের আনইয়ার নামক দুই দাঁতের দুইপাশের দুটি ও নিম্নের আনইয়াব নামক দুইটি দাঁতের দুইপাশে দুটি, এ চারটি দাঁতকে যওয়াহেক (হাসির) দাঁত বলে। উপরের যাওয়াহেক নামক দাঁতের দু'কিনারায় তিন তিনটি করে ছয়টি এ বারটি দাঁতকে তাওয়াহিন দাঁত বলে। উপরের তাওয়াহিন নামক দাঁতের দুইদিকে দুইটি এবং নীচের তাওয়াহিন নামক দাঁতের দুইদিকে দুইটি, এই চারটি দাঁতকে নাওয়াজেয দাঁত বলা হয়। উপরোল্লিখিত যাওয়াহেক তাওয়াহিন এবং নাওয়াজেয দাঁতগুলোকে আযরাস বা মাড়ির দাঁত বলা হয়। পাঠকদের স্মরণ রাখার সুবিধার্থে দাঁতের উল্লিখিত নামগুলো কবিতা আকারে লিখে দেওয়া হলো।

ہے تعداد دانتوں کی کل تیس اور د و
ثنایا ہیں چار اور رباعی ہی د و د و
ہیں انیاب چار اور باقی رہی بیس
کہ کہتی ہیں قراء اضراس انہیں کو
ضواحك ہیں چار اور طواحن ہیں بارہ
نواجذ بہی ہیں انکی بازو میں د و د و

দাঁতের মোট সংখ্যা হলো ত্রিশ এবং দুই
সানায়া চারিটি রুবায়ী দুই এবং দুই
আনিয়াব চারিটি বাকি রইল কুড়ি
ক্বারীগণ উহাকে আযরাস বলে ধরি
যাওয়াহেক চারিটি তাওয়াহীন বারো
নাওয়াজেয চারিটি পার্শ্বে ইহার ধর।।

৮নং মাখরাজঃ- জিহ্বার গোড়ার ডান বা বাম কিনারা ও উপরের আযরাস দাঁতের মাড়ি। এ মাখরাজ হতে ض উচ্চারিত হয়। ডান বাম উভয় দিক থেকেই ض কে উচ্চারণ করা যায় তবে বাম কিনারা থেকে উচ্চারণ করা সহজ। একই সময় জিহ্বার গোড়ার উভয় পাশ থেকে উচ্চারণ করাও সঠিক কিন্তু এটা খুবই কষ্টকর। এ হরফটি যেহেতু জিহ্বার কিনারা হতে উচ্চারিত হয় সেজন্য এ হরফটিকে হাফিয়া বলে। অনেকেই এ হরফটির উচ্চারণ ভুল করে থাকে, এজন্য অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের নিকট থেকে উত্তম রূপে মশক করে নেওয়া উচিত। ض কে মোটা দাল বা চিকন দালের মত পড়া নিতান্ত ভুল কাজ। অনুরূপভাবে পরিষ্কার ظ এর ন্যায় পড়াও ভুল তবে ض কে তার সঠিক মাখরাজ থেকে শুদ্ধ কোমল ভাবে আওয়ায প্রবাহিত রেখে এবং সবগুলি সিফাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে উচ্চারণ করলে অনেকটা 'যোয়া' এর মত শুনা যাবে। কিন্তু কখনও دال এর মত উচ্চারণ করা যাবে না ।

৯নং মাখরাজঃ- জিহ্বার অগ্রভাগের কিনারা যখন সানায়া, রূবায়ী, আনইয়াব ও যাওয়াহেক দাঁতের মাড়ি এবং তার বরাবর উপরের ডান বা বামদিকের তালুর সাথে ধাক্কা লাগে তখন এ মাখরাজ থেকে ل উচ্চারিত হয়। ডান বা বামদিকের তালু অথবা উভয় কিনারা থেকে একসাথে উচ্চারণ করা যায় তবে ডান দিক থেকে উচ্চারণ করাই সহজতর।

১০নং মাখরাজঃ- লামের মাখরাজের নিকটস্থ জিহ্বার আগা ও তার বরাবর উপরের সানায়ায়ে উলইয়া নামক দাঁতের মাড়ির সাথে লাগিয়ে। (কিন্তু যাওয়াহেক দাঁত জিহ্বারসাথে না লাগিয়ে) এ মাখরাজথেকে ن উচ্চারিত হয়।

১১নং মাখরাজঃ- জিহ্বার আগার পিঠ ও সেই বরাবর উপরের সানায়ায়ে উলইয়া দাঁতের সমান্য উপর। এ মাখরাজ হতে ر উচ্চারিত হয়। এ তিনটি হরফ জিহ্বার কিনারা থেকে উচ্চারিত হয় বিধায় এগুলোকে তরফিয়া ও যালাকিয়াহ বলা হয় । যেমন ঃ اَلْ ، اَنْ ، اَرْ

১২নং মাখরাজঃ- জিহ্বার আগা ও সানায়োয়ে উলইয়া দাঁতের গোড়া এ মাখরাজ হতে ت د ط এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়, এগুলোকে হরুফে নুত্বইয়্যা বলা হয়।

১৩নং মাখরাজঃ- জিহ্বার আগা ও সানায়ায়ে উলইয়ার দাঁতের আগা এ মাখরাজ হতে ظ ث ذ এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। এ হরফ গুলোকে হরুফে লাসবিয়্যাহ বলে।

১৪ নং মাখরাজঃ- জিহ্বার আগা এবং সানায়ায়ে উলইয়ার আগার সঙ্গে কিছু সম্পর্ক রেখে সানায়ায়ে সুফলা দাঁতের কিনারা। এ মাখরাজ হতে ز س ص

উচ্চারিত হয়। এ হরফগুলো উচ্চারণের সময় চড়ুই পাখির আওয়াজের মত আওয়াজ হয় বিধায় এ হরফ গুলোকে হরুফে সফীর বলে।

১৫নং মাখরাজঃ নীচের ঠোঁটের পেট ও সানায়ায়ে উলইয়ার আগা এ মাখরাজ হতে ف উচ্চারিত হয়।

১৬ নং মাখরাজঃ- দুই ঠোঁট, এ মাখরাজ হতে م ب و এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। তবে ওয়াও মদ্দাহ না হয়ে হরকত বিশিষ্ট হওয়া দরকার। (ওয়াও মদ্দা ও ওয়াও লীনের মাখরাজ ১ নং মাখরাজে বর্ণিত হয়েছে)

উপরোক্ত হরফগুলোর উচ্চারণের মধ্যে পরস্পর কিছুটা পার্থক্য আছে। মুখ স্বাভাবিক ভাবে বন্ধ করলে ঠোঁটের যে অংশটুকু বাহিরে থাকে উহাকে শুকনা অংশ বলে এবং যেটুকু ভিতরে থাকে উহাকে ভিজা অংশ বলে। ওয়াও ঠোটের শুকনা জায়গা হতে উচ্চারিত হয় এজন্য و কে বররী বলা হয়। এবং মীম ঠোটের ভিজা জায়গা হতে উচ্চারিত হয় এজন্য م কে বাহরী বলা হয়। উচ্চারণের সময় ঠোঁটের মাঝখান থেকে একটু বাতাস বের হবার পরিমাণ ছিদ্র রাখতে হয়। এবং এ তিনটি হরুফ ঠোঁট হতে উচ্চারিত হয় বিধায় এ গুলিকে (হরুফে শাফরিয়া) বলা হয়।

১৭নং মাখরাজঃ- নাসিকামূল (নাকের বাঁশি) এস্থান হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। গুন্নার বিস্তারিত বর্ণনা ১০ম পাঠে নুন সাকিন ও মীম সাকিনের বর্ণনায় আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ফায়েদাঃ হরফের মাখরাজ নির্ণয় করার সহজ পদ্ধতি এই যে, হরফটিকে সাকিন করে তার পূর্বে একটি হরকত বিশিষ্ট হামযা যোগ করে উচ্চারণ করলে যে স্থানে আওয়াজটি সমাপ্ত হয় সে স্থানটিই উক্ত হরফের মাখরাজ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরফের সিফাতের (উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের) বিবরণ

প্রশ্ন ঃ সিফাত কাকে বলে? এবং হরফের সিফাত বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ সিফাত অর্থ গুণ, রকম, অবস্থা বা জাতিগত স্বভাব। হরফ গুলি তার নিজ মাখরাজ হতে যে অবস্থায় উচ্চারণ করা হয় সে অবস্থাকে সিফাত বলে। যেমন কোন হরফ উচ্চারণ করতে শ্বাস জারি থাকে। কোন কোন হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মোটা হয়, কোন কোন হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ চিকন হয়। এসব অবস্থাকেই সিফাত বলে।

প্রশ্ন ঃ সিফাত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ সিফাত দুই প্রকার। (১) সিফাতে লাযেমাহ (২) সিফাতে আরেযাহ। সিফাতে লাযেমাহ ঃ এমন সব সিফাত, যে গুলো অদায় না করলে হরফটির বাস্তব রূপই নষ্ট হয়ে যায়। এগুলোকে সিফাতে যাতিয়্যাহ, সিফাতে লাযেমাহ, সিফাতে মুমাইয়্যাযাহ, বা সিফাতে মুকাওমাহ বলে। সিফাতে আরেযাহ ঃ এমন সব সিফাত যেগুলি আদায় না করলে হরফের বাস্তব রূপ ঠিক থাকে কিন্তু তার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়েযায়। এ ধরনের সিফাতকে সিফাতে মুহাসসিনাহ, সিফাতে মুবায়্যেনাহ, সিফাতে মুহাল্লিয়াহ বা সিফাতে আরেযাহ বলে।

প্রশ্ন ঃ সিফাতে যাতিয়াহ বা সিফাতে লাযেমাহ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ সিফাতে যাতিয়াহ বা সিফাতে লাযেমাহ ১৭টি। ১. হামস ২. জাহর ৩. সিদ্দাত ৪. রিখওয়াত, তাওয়াসসুত ৫. ইস্তিআলা ৬.ইস্তেফাল ৭. ইতবাক ৮. ইনফেতাহ ৯.ইযলাক ১০. ইসমাত ১১. সফীর ১২. কল্‌কলাহ ১৩. লীন ১৪. ইনহিরাফ ১৫. তাকবীর ১৬. তাফাশশী ১৭. ইস্তেতালাত। এই ১৭টি সিফাত দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ১০টি মুতাযাদ্দাহ (পরস্পর বিরোধী) ও পরের ৭ টি গায়রে মুতাযাদ্দাহ (পরস্পর বিরোধী নয়)।

প্রশ্ন ঃ হামস কাকে বলে? মাহমুসার হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ (হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মাখরাজে গিয়ে নম্রভাবে থেমে যাওয়া এবং শ্বাস জারী থাকাকে হামস বলে) যেসব হরফে হামস সিফাত পাওয়া যায় সেই হরফগুলিকে হরুফে মাহমুসা বলে। মাহসুসার হরফ মোট ১০টি। যেমনঃ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

প্রশ্ন ঃ জেহের কাকে বলে? এবং মাজহুরার হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ (হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মাখরাজের মধ্যে শক্তভাবে থেমে যাওয়া এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়াকে জেহের বলে)। যে হরফের মধ্যে জেহের সিফাত পাওয়া যায় সেই হরফগুলিকে হরুফে মাজহুরা বলে। মাহমুসার হরফ ব্যতীত বাকি সবগুলি হরফই মাজহুরার হরফ। জেহের ও হামস পরস্পর বিরোধী সিফাত ।

প্রশ্ন ঃ শিদ্দাত কাকে বলে এবং হরুফে শাদীদাহ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ (হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মাখরাজে গিয়ে এমন কঠোরতার সাথে থেমে যাওয়া যে, আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়)। যেসব হরফে শিদ্দাত সিফাত পাওয়া যায় সেই হরফ গুলোকে হরুফে শাদীদাহ বলা হয়। এরূপ হরফ ৮টি। যেমনঃ اَجِدُكَ قَطَبْتَ

প্রশ্ন ঃ রেখওয়াত কাকে বলে? এবং হরুফে রেখওয়াত কয়টি ও কি কি?
উত্তর ঃ (হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মাখরাজে এমন হালকা ভাবে থেমে যাওয়া যে, আওয়াজ জারীথাকে এবং আওয়াজে এক প্রকারের নরমী হওয়াকে রেখওয়াত বলে) শাদীদাহ এবং মোতাওয়াসসিতার হরফ ছাড়া বাকি সব হরুফে রেখওয়াত।(মোতাওয়াসসিতার বর্ণনা সামনে আসবে) হামস ও জেহের এর মত শিদ্দাত ও রেখওয়াত পরস্পরবিরোধী। তবে এ দুটি সিফাতের মাঝখানে অন্য আরও একটি সিফাত আছে (যাকে তাওয়াসসুত বলা হয়)।
প্রশ্ন ঃ তাওয়াসসুত এবং হরুফে মুতাওয়াসসিতা ও মুবাইয়ানাহ কাকে বলে?
উত্তর ঃ (হরফ উচ্চাণের সময় আওয়াজ এমন ভাবে থেমে যাওয়া যাতে আওয়াজ জারীও থাকে না, আবার একেবারে বন্ধও হয় না। এ সিফাতকে তাওয়াসসুত বলা হয়) যে হরফে এ সিফাত পাওয়া যায় তাকে মোতাওয়াস - সিতা বা মুবাইয়ানাহ বলে। এরূপ হরফ ৫টি।
যেমনঃ ل- ن- ع- م- ر ; لِنْ عُمَرُ
প্রশ্ন ঃ তাজবীদের কোন কোন কিতাবে تَوَسُّطْ কে পৃথক সিফাত গণ্য করে মোট সিফাত ১৮টি বলা হয়েছে, কিন্তু এ কিতাবে تَوَسُّطْ কে প্রথক সিফাত ধরা হয় নাই এবং মোট সিফাত ১৭টি বলা হয়েছে, এর কারণ কি?
উত্তর ঃ তাওয়াসসুত সিফাতের মধ্যে কিছুটা শিদ্দত ও কিছুটা রিখওয়াত সিফাত পাওয়া যায় এ কারণেই তাওয়সসুতকেও স্বতন্ত্র সিফাত ধরা হয়নাই। যারা তাওয়াসসুতকে পৃথক সিফাত ধরেছেন তারা মোট ১৮টি বলেছেন। যারা পৃথক সিফাত ধরেননি তারা মোট ১৭টি সিফাত উল্লেখ করছেন।
প্রশ্ন ঃ ت ও ك কে মাহমুসার হরফ বলে গণ্য করা হয়েছে অথচ হরফ দুটি উচ্চারণের সময় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। আবার এ হরফ দুটিকে হরফে শাদীদা হিসাবেও গণ্য করা হয়েছে, এর কারণ কি?
উত্তর ঃ এ দুটি হরফের মধ্যে হামসের গুণটি একটু দুর্বল এবং শিদ্দতের গুণটি বেশী থাকায় উচ্চারণের সময় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। (এজন্য হরফ দুটিকে শাদীদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) কিন্তু হামস সিফাত থাকার কারণে আওয়াজ বন্ধ হওয়ার পরও কিছুটা জারী থাকে, তাই শ্বাস জারী রাখার সময় একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে পুরাপুরি আওয়াজ জারী না হয়ে যায়। কেননা, যদি আওয়াজ জারী থাকে তাহলে কাফ ও তা এর মধ্যে শীদ্দত থাকবে না; বরং রেখওয়াত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ এতে হা এর আওয়াজ সৃষ্টি হয়ে উচ্চারণ ভুল হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ইস্তেআলা কাকে বলে এবং হরফে মুস্তা'লিয়া কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়া উপরের দিকে উঠে আওয়াজ মোটা হওয়াকে ইস্তেআলা বলে। যে হরফে এ সিফাত পাওয়া যায় এগুলোকে হরুফে মুস্তা'লিয়া বলে। হরুফে মুস্তালিয়া ৭টি – خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

প্রশ্ন ঃ ইস্তেফাল কাকে বলে এবং হরুফে মুস্তাফিলা কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়া উপরের তালুর সাথে না মিশিয়ে হরফটি বারীক বা চিকন স্বরে উচ্চারণ হওয়াকে ইস্তেফাল বলা হয়। যে হরফে ইস্তেফাল পাওয়া যায় সেগুলোকে হরুফে মুস্তাফিলা বলে। হরুফে মুস্তা'লিয়া ব্যতীত বাকী সব গুলো হরফকে হরুফে মুস্তাফিলা বলা হয়। ইস্তে আলা ও ইস্তেফাল পরস্পর বিরোধী সিফাত।

প্রশ্ন ঃ ইতবাক কাকে বলে? হরফে মুতবাকা কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার পেট মাঝখানের কিছু অংশ উপরের তালুর সাথে মিলে যাওয়াকে ইতবাক বলে। যে হরফে ইতবাক সিফাত পাওয়া যায় সে হরফগুলোকে হরুফে মুতবাকাহ বলে। মুতবাকার হরফ ৪টি ط ظ ص ض

প্রশ্ন ঃ ইনফেতাহ্ কাকে বলে? হরফে মুনফাতিহা কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ ইচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যখান উপরের তালু হতে পৃথক থাকা। জিহ্বার গোড়া উপরের তালুর সাথে লাগুক (যেমন কাফ) বা না লাগুক এভাবে উচ্চারণ হওয়াকে ইনফেতাহ বলে। যে হরফে হরুফে ইনফেতাহ্ সিফাত পাওয়া যায় তাকে হরুফে মুনফাতিহা বলে। হরুফে মুতবাকা ছাড়া বাকী সব হরফ গুলোকে হরফে মুনফাতিহা বলে। এ মুনফাতিহা পরস্পর বিরোধী।

প্রশ্ন ঃ ইযলাক কাকে বলে এবং হরুফে মুযলাকাহ্ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বা ও ঠোঁটের কিনারা দ্বারা তাড়াতড়ি ও সহজভাবে উচ্চারণ হওয়াকে ইযলাক বলে। যেসব হরফে ইযলাক সিফাত পাওয়া যায় সেই হরুফ গুলিকে হরুফে মুযলাকা বলে। মুযলাকার হরফ মোট ৬টি– فَرَّ مِنْ لُبٍّ এ ৬টি হরফ হতে 'বা' ও মীম ঠোঁটের প্রান্ত হতে উচ্চারণ হয় অবশিষ্ট হরফসমূহ জিহ্বার প্রান্ত হতে উচ্চারণ হয়। (দুররাতুল ফারীদ)

প্রশ্ন ঃ ইসমাত কাকে বলে এবং হরফে মুসমিতাহ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় মাখরাজে মজবুত এবং দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ হওয়া এবং তাড়াতাড়ি ও সহজভাবে আদায় না হওয়াকে ইসমাত বলে।

যেসব হরফে এ সিফাত পাওয়া যায় সেগুলোকে হরুফে মুসমিতাহ বলে। মুযলিক ছাড়া বাকী সব হরফই হরুফে মুসমিতাহ। এ দুটি সিফাতও পরস্পর বিরোধী।

প্রশ্ন ঃ সিফাতে মুতাযাদ্দাহ কাকে বলে এবং এরূপ সিফাত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফের যেসব সিফাত পরস্পর বিরোধী এগুলোকে সিফাতে মুতাযাদ্দাহ বলে। উপরোল্লিখিত ১০টি সিফাত সিফাতে মুতাযাদ্দাহ। আরবী ভাষায় ব্যবহৃত সব কয়টি হরফ সিফাতে মুতাযাদ্দাহর অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ঃ সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ কাকে বলে এবং সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ কতটি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফের যেসব সিফাত পরস্পর বিরোধী নয় এ ধরনের সিফাতকে সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ বলে। উপরে বর্ণিত ১০টি সিফাত ছাড়া বাকী ৭টি সিফাত সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ। কোন কোন হরফের মধ্যে সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ পাওয়া যাবে আবার কোনটিতে পাওয়া যাবে না।

১২
প্রশ্ন ঃ সফীর কাকে বলে এবং হরুফে সফীরিয়্যাহ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় চড়ুই পাখীর আওয়াজ হওয়াকে সফীর বলে। যেসব হরফে সফীর পাওয়া যায় সেগুলোকে হরুফে সফীরিয়্যাহ বলে। হরুফে সফীরিয়্যাহ তিনটি– ص - ز - س

১৩
প্রশ্ন ঃ কলকলাহ কাকে বলে এবং কলকালার হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় মাখরাজে একটি ঝটকা লেগে কম্পন সৃষ্টি হওয়াকে কলকলাহ বলে। যেসব হরফে কলকলাহ পাওয়া যায় সেগুলোকে হরুফে কলকলাহ বলে। কলকলার হরফ ৫টি ق- ط- ب- ج- د

১৪
প্রশ্ন ঃ লীন কাকে বলে এবং লীনের হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় এমন নরমভাবে উচ্চারণ হয় যাতে ইচ্ছা করলে মদ করা যায় এমন ভাবে উচ্চারণ করাকে লীন বলে। যে হরফে লীন সিফাত পাওয়াযায় সেগুলোকে হরুফেলীন বলে। এরুপ হরুফ মাত্র দুটি واو সাকিন এবং يا সাকিন যখন এদের পূর্বে যবর হয়। যথাঃ ضَيْفٌ-خَوْفٌ

১৫
প্রশ্ন ঃ ইনহেরাফ কাকে বলে এবং হরুফে মুনহারিফা কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বা হরফের মাখরাজের স্থান হতে অন্যদিকে উল্টে যাওয়াকে ইনহেরাফ বলে। যেসব হরফে ইনহেরাফ সিফাত পাওয়া যায় সেগুলোকে হরুফে মুনহারিফা বলে। হরফে মুনহারিফাহ দুটি ر ও ل লাম উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার আগার কিনারার দিকে এবং উচ্চারণ করার

সময় জিহ্বা কিছুটা লামের মাখরাজের দিকে চলে যেতে চায়। (তবে এর থেকে বেঁচে থাকা উচিত)।

প্রশ্ন ঃ তাকরীর কাকে বলে এবং হরফে তাকরীর কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার আগায় এমন কম্পন সৃষ্টি হয় যাতে হরফটি বার বার উচ্চারিত হওয়ার মত আওয়াজ শোনা যায়। (তবে এর অর্থ এ নয় যে, এতে হরফটি কয়েক বার উচ্চারিত হবে বরং এমন অবস্থাকে পরিত্যাগ করা দরকার। যদি হরফটির উপর তাশদীদ হয় তবুও কয়েকটি হরফ উচ্চারিত হবে না) যে হরফে তাকরীর সিফাত পাওয়া যায় তাকে হরফে তাকরীর বলা হয়। হরফে তাকরীর মাত্র ১টি ر

প্রশ্ন ঃ তাফাশশী কাকে বলে? এবং হরুফে তাফাশশী কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হরফ উচ্চারণের সময় আওয়াজ মুখের ভিতর ছড়িয়ে যাওয়াকে তাফাশশী বলে। যে হরফে তাফাশশী সিফাত পাওয়া যায় তাকে হরফে তাফাশশী বলে। হরফে তাফাশশী মাত্র একটি ش

প্রশ্নঃ ইস্তেতালাত কাকে বলে? এবং ইস্তেতালাত -এর হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার কিনারার শুরুহতে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ লম্বা হওয়াকে অথবা হরফ উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে আওয়াজটি দীর্ঘ হওয়াকে ইস্তেতালাত বলে। হরফে ইস্তেতালাত মাত্র ১টি– ض

কয়েকটি ফায়েদা
(জরুরী কথা)

প্রশ্ন ঃ শেষের ৭টি সিফাত যে সকল হরফের মধ্যে পাওয়া যাবে না সেসব হরফে তার বিপরীত সিফাতটি তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেমনঃ - ض এর মধ্যে ইস্তেতালাত পাওয়া গেলে অন্য হরফের মধ্যে গায়রে ইস্তেতালাত পাওয়া যাবে তাহলে এ বিপরীতমুখী সিফাতের মধ্যে সকল হরফ শামিল হলো কাজেই সিফাতে মুতাযাদ্দাহ এবং গায়রে মুতাযাদ্দাহ এর মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়?

উত্তর ঃ উল্লিখিত ব্যাপারটি সত্য তবে সিফাতে মোতাযাদ্দার মধ্যে প্রতিটি সিফাতের মোকাবিলায় কোননা কোন নাম রয়েছে। এ দুটি নামের মধ্যে কোননা কোন নাম প্রতিটি হরফের উপর প্রযোজ্য হতো আর ৭ টি সিফাতের বিপরীত কোন কোন নাম না থাকাতে সেদিকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কাজেই উভয় প্রকার সিফাতের তারতম্য স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল।

প্রশ্ন ঃ মাখরাজ সিফাত এবং তাজবীদের অন্যান্য কায়দা জানতে পারলেই কি বিশুদ্ধ ভাবে কুরআন মজীদ পড়া সম্ভব?

উত্তর ঃ শুধুমাত্র মাখরাজ, সিফাত ও অন্যান্য কায়দা কানুন জানলেই বিশুদ্ধ ভাবে কুরআন মজীদ পড়া সম্ভব বলে মনে করবে না; বরং অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের নিকট মশক করে নেওয়া জরুরী। হ্যা, যদি কোন অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেব পাওয়া না যায় তবে তাজবীদের কিতাবাদী পাঠ করে তদনুসারে কুরআনমজীদ পড়তে চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে, সিফাতে লাযেমা বা সিফাতে যাতিয়্যাহ আদায় না করলে হরফের প্রকৃত রূপ থাকে না এ কথাটির ব্যাখ্যা কি?

উত্তর ঃ কথাটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) এ সিফাত আদায় না করলে হরফটি অন্য হরফের রূপ ধারণ করে। (খ) হরফটি ঠিক থাকে তবে এতে কিছুটা ত্রুটি হয়ে যায়। (গ) কখনও হরফটি আরবী হরফের রূপ হারিয়ে অন্যকোন নতুন হরফের রূপ ধারণ করে। এমনি ভাবে হরফকে তার সঠিক মাখরাজ হতে উচ্চারণ না করলে কোন কোন সময় নতুন হরফের রূপ ধারণ করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে যের যবর ও পেশের মধ্যে কম বেশী করলেও নামায নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। এমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে কোন নির্ভর যোগ্য আলিমের নিকট হতে মাসআলা জেনে নেয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন ঃ তাজবীদের মূল উদ্দেশ্য কি? এবং মাখরাজ ও সিফাতের বিবরণ সর্বাগ্রে আলোচনা করার কারণ কি?

উত্তর ঃ হরফের মাখরাজ এবং সিফাতে লাযেমার অসম্পূর্ণতার কারণে যে ত্রুটি বিচ্যুতি সৃষ্টি হয় এসব ভুল ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকাই হলো তাজবীদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এজন্য মাখরাজ ও সিফাতের বিবরণ সর্বাগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে। সামনে সিফাতে মুহাসসানায়ে মুহাল্লিয়ার যেসব আলেচনা করা হবে সেগুলো উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ের। আর সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দ্বিতীয় প্রকার সিফাত আদায় করলে শ্রুতিমধুর হওয়ার কারণে প্রকৃত উদ্দ্যেশ্য অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ের সিফাত সমূহের প্রতি গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয়। আর মানুষ শ্রুতিমধুরতার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট এবং মাখরাজ ও সিফাতে লাযেমার মধ্যে শ্রুতি মধুরতার কোন স্থান না থাকায় এদিকে দৃষ্টি কম দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ অনেক লোককে দেখা যায় তাজবীদের কিছু নিয়ম কানুন শিখার পর নিজেকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করে এবং

তাদের নামায শুদ্ধ হয় না মনে করে, অথবা কারো কারো পিছনে এ অজুহাত দিয়ে নামাযই পড়ে না। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ তাজবীদ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা যেমন ধৃষ্টতা অনুরূপ ভাবে সমান্য কিছু কায়দা কানুন শিখেই নিজেকে পূর্ণ জ্ঞানী মনে করা এবং অন্যদেরকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা বা তাদের নামায হয় না বলে ধারণা করা বা কারো পিছনে নামায না পড়া এসব কিছু একান্ত বাড়াবাড়ি; বরং এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া এমন সব উলামাদের দায়িত্ব যারা এলমে ক্বেরাতে পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে হাদীস কুরআনের ব্যাপারেও অভিজ্ঞ।

ষষ্ট পরিচ্ছেদ

সিফাতে মুহাসসানায়ে মুহাল্লিয়ার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ সিফাতে মুহাসসানায়ে মুহাল্লিয়াহ কাকে বলে? এবং সিফাতে মুহসসানায়ে মুহাল্লিয়ার বিবরণ কি?

উত্তর ঃ যেসব সিফাত আদায় না করলে হরফের প্রকৃত রূপই ঠিক থাকে কিন্তু হরফের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায় এমন সব সিফাতকে সিফাতে মুহাচ্ছিনায়ে মুহাল্লিয়া বলে। এসব সিফাত হরফের মধ্যে পাওয়া যায় না। মাত্র ৮টি হরফে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সিফাত ধরা হয় এ ৮টি হরফের সমষ্টি أَوْيَرْمَلَانْ এর মধ্যে م - ر - ل সাাকিন ও তাশদীদ যুক্ত। ن সাকিন এবং তাশদীদযুক্ত তানবীন ও নুন সাকিনের অন্তর্ভুক্ত কেননা তানবীন লিখতে যদিও নুন নয় কিন্তু পড়তে অবশ্যই নুন উচ্চারিত হয় যেমন ب দুযবর পড়লে হবে بَنْ আলিফের পূর্বে সর্বদা যবর হবে। و সাকিন যখন তার পূর্বে পেশ অথবা যবর হবে। ى সাকিন যখন এর পূর্বে যের অথবা যবর হবে। হামযাহ (হামযাহ সম্পর্কিত বিবরণ প্রথম মাখরাজের বর্ণনায় লেখা হয়েছে)।

প্রশ্ন ঃ সিফাতে মুহাসসানার বিস্তারিত বিবরণ কিতাবে লেখা হয় নাই কেন?

উত্তর ঃ উল্লিখিত হরফ গুলোর মধ্যে এমনও সিফাত রয়েছে যা অভিজ্ঞ উস্তাদের পড়ানোর সময়ই আদায় হয়ে যায়। যেমন و - الف - ى এবং ء কোথাও ঠিক থাকে কোথাও উহ্য থাকে। এখানে শুধু মাত্র ঐসব সিফাতের বর্ণনা করা হয়েছে যা শুধু মাত্র উস্তাদের পড়ানোর মাধ্যমে বুঝে আসেবে না। যেমনঃ- পোর পড়া, মদ না করা, এসব ব্যাপার গুলো উপরোক্ত ৮টি হরফের সাথেই সম্পর্কিত বিধায় এ ৮টি হরফের কায়দা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লাম হরফের উচ্চারণ করার বর্ণনা।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ শব্দের লাম উচ্চারণ করার পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ শব্দের লাম উচ্চারণ করার পদ্ধতি দুটি (১) আল্লাহ শব্দের লামের ডানে যবর বা পেশ হলে লামকে পোর (মোটা) করে পড়তে হয়। যথাঃ اراد الله– رَفَعَهُ الله এ পোর পড়াকে তাফখীম বলে। (২) যদি লামের পূর্বে যের বিশিষ্ট হরফ হয় তাহলে লামকে বারিক (চিকন) করে পড়তে হয়। যথাঃ بِسْمِ اللّٰهِ এ বারিক পড়াকে তারকীক বলে।

প্রশ্নঃ اَللّٰهُمَّ শব্দের লাম পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ اَللّٰهُمَّ শব্দের লামও আল্লাহ শব্দের লামের মতই পড়তে হবে। কেননা اَللّٰهُمَّ শব্দের শুরুতে আল্লাহ শব্দ আছে।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ শব্দ ছাড়া অন্যান্যশব্দে যে লাম আছে সে লাম কিভাবে পড়তে হবে?

উত্তরঃ আল্লাহ শব্দ ছাড়া যত শব্দে লাম আছে সবগুলোর লাম বারিক করে পড়তে হয়। যথাঃ مَا وَلّٰهُمْ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ر -এর কায়েদা

প্রশ্ন ঃ ر রা হরফ পড়ার পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ر 'রা' হরফ পড়ার পদ্ধতি দুটি (১) পোর (মোটা) করে পড়া (২) বারিক (চিকন) করে পড়া। উল্লেখ্য তাশদীদ বিশিষ্ট ر মূলতঃ একটি হরফই অতএব তাশদীদ বিশিষ্ট 'ر' হরকতের প্রতি লক্ষ্য করেই পোর বা বারিক পড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যেমনঃ سِرًّا এর ر টি হলো পোর আর درى এর ر টি বারিক পড়া হয়। কেউ কেউ নিজের অজ্ঞতাবশতঃ তাশদীদ যুক্ত ر কে দুটি হরফ ধরে প্রথমটিকে সাকিন এবং দ্বিতীয়টিকে হরকত বিশিষ্ট মনে করে। এটা নিতান্ত ভুল বৈ কিছুই নয়।

প্রশ্ন ঃ ر হরফটি কোন কোন সময় পোর করে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ নিম্নোক্ত সাত অবস্থায় ر কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়।

১. ر এর উপর যবর বা পেশ হলে ر পোর হয়। যেমনঃ رُبَمَا رَبَّكَ

২. ر সাকিন হয়ে তার পূর্বের অক্ষরে যবর বা পেশ হলে ر পোর হয়। যেমনঃ يُرْزَقُوْنَ

৩. ر সাকিনের পূর্বের অক্ষর আরযী বা অস্থায়ী সাকিন হলে ر পোর হয়। যেমনঃ اِرْجِعُوْا

৪. ر সাকিনের পূর্বের শব্দে শেষ অক্ষরে যের হলে ر পোর হয়।
যেমনঃ رَبِّ ارْجِعُوْنِ-اَمِ ارْتَابُوْا
৫. ر সাকিনের পরে হরুফে মুস্তালিয়ার কোন হরফ হলে ر পোর হয়।
যেমনঃ مِرْصَادٌ - قِرْطَاسٌ
৬. ر আরযী সাকিন তার পূর্বর অক্ষরও সাকিন এবং তার পূর্বের অক্ষরে যবর বা পেশ হলে ر পোর হয়। যেমন لَيْلَةُ الْقَدْرِ - بِكُمُ الْعُسْرَ
৭. ر এর উপর ওয়াক্‌ফ করা হলে এবং তার পূর্বের অক্ষরে যবর বা পেশ হলে ر পোর হয়। যেমনঃ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ - وَكَفَرَ ।
প্রশ্ন ঃ ر হরফকে কয় জায়গায় বারিক (চিকন) করে পড়তে হয় ও কি কি?
উত্তর ঃ ر হরফকে চার অবস্থায় বারিক (চিকন) করে পড়তে হয়।
১. যদি ر হরফের নীচে যের হয় তবে ر কে তারকীক অর্থৎ বারিক করে পড়তে হয়। যেমনঃ رِجَالٌ
২. যদি ر এর ডানের হরফের নীচে যের হয়, সে ر কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন وَاَنْذِرْهُمْ তবে এরূপ ر কে বারিক করে পড়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে। (ক) ر এর ডানের হরফের যেরটি আসলী (স্থায়ী) যের হতে হবে। আরযী অস্থায়ী নয়। (কোনটি আসলী যের এবং কোনটি আরযী যের এ কথা সাধারণ মানুষের চিনা একটু মুশকিল। এজন্য যেখানে সন্দেহ হবে সেখানে কোন আলিমের নিকট হতে জেনে নিবে। (খ) ر সাকিনের ডানে যের থাকলে ر কে বারিক করে পড়তে হলে যের এবং ر একই কলেমায় হতে হবে। (গ) ر সাকিনের ডানে যের হলে ر বারিক পড়ার জন্য শর্ত হলো ر সাকিনের পরে সে কলেমায় যেন হরফে মুস্তালিয়ার কোন হরফ না থাকে।
(৩) যদি ر সাকিনের পূর্ববর্তী হরফটি যের বিশিষ্ট হয় তখন ر বারিক করে পড়তে হয়। যথা الَّذِىْ ذِكْرِ এখানে ر সাকিন কাফও সাকিন এবং যালের নীচে যের তাই এই অবস্থায় ر বারিক হবে।
৪. ر সাকিনের পরে অন্য কলেমায় হরফে মুস্তালিয়ার কোন হরফ হলে ر কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমনঃ اَنْذِرْقَوْمَكَ - فَاصْبِرْ صَبْرًا
প্রশ্ন ঃ كُلُّ فِرْقٍ শব্দের ر পোর হবে না বারিক ?
উত্তর ঃ তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী كُلُّ فِرْقٍ এর ر তাফখীম বা পোর হবে। কিন্তু যেহেতু কাফের নীচে যের তাই কোন কোন ক্বারী সাহেব এ শব্দের ر টিকে বারিক পড়েন। তবে পোর বারিক উভয় অবস্থায় পড়া জায়েয আছে। উল্লেখ্য ر সাকিনের পূর্ববর্তী যে সাকিন হরফটি আছে সে হরফটি যদি ى হয়

তবে ى এর পূর্বে যে হরকতই হোক সর্বাবস্থায় ر বারিক করে পড়তে হবে। যেমনঃ قَدِيْرٌ - خَبِيْرٌ
প্রশ্ন ঃ مِصْرٌ এবং عَيْنُ الْقِطْرِ শব্দ দুটির ر পোর পড়া হবে না বারিক?
উত্তর ঃ উপরোল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী مِصْرٌ এবং عَيْنَ الْقِطْرِ শব্দ দুটির উপর যখন ওয়াকফ করা হবে তখন ر বারিক করে পড়তে হবে। কিন্তু ক্বারী সাহেব গণ এ দু শব্দের ر পোর ও বারিক উভয় ভাবে পড়াকে জায়েয বলেছেন। কিন্তু হযরত থানভী (রহঃ) এর মতে এ জায়গায় ر এর উপর যে হরকত আছে তা বিবেচনা করে পড়াই উত্তম। কাজেই مِصْرٌ এর ر এর উপর পেশ আছে বিধায় ر কে পোর পড়া উত্তম। الْقِطْرِ শব্দের ر এর নীচে যের আছে বিধায় রা কে বারিক করে পড়া উত্তম।
প্রশ্ন ঃ সূরা আল ফজরের اِذَا يَسْرِ এর উপর যখন ওয়াকফ করা হবে তখন রা পোর হবে না বারিক?
উত্তর ঃ সূরা আল ফজরে এর মধ্যে اِذَا يَسْرِ এর ر এর উপর যখন ওয়াকফ করা হয় তখন সেই ر কে পোড় পড়া প্রয়োজন কোন কোন ক্বারী সাহেব উক্ত ر কে বারিক পড়ার কথা বলেছেন এ মতটি দুর্বল।
প্রশ্ন ঃ এমালা কাকে বলে? কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের সময় কত জায়গায় এমালা করে পড়তে হয়?
উত্তর ঃ এমালা অর্থ যেরকে যবরের দিকে ধাবিত করে পড়া যেন সম্পূর্ণ যেরও না হয় এবং যবরও না হয় বরং যের যবরের মধ্যবর্তী অবস্থায় উচ্চারিত হয়। যেমন قَطْرِئْ কাতরে এর ر কে এমালা করে পড়া হয় যাকে ফার্সীতে মাজহুল বলে। (বাংলা ভাষায় একারের উচ্চারণের মত । কুরআন মজীদে হাফস (রাহঃ) এর রেওয়ায়েত মতে সূরা হুদের মধ্যে শুধু এক জায়গায় এমালা করে পড়া হয়। যেমনঃ بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا এখানে মাজরিহা এর পরিবর্তে মাজরেহা পড়তে হবে। যেক্ষেত্রে এমালা হয় সেক্ষেত্রে ر কে বারিক করে পড়তে হয়।
প্রশ্ন ঃ ওয়াকফের অবস্থায় ر কে পড়ার নিয়ম কি?
উত্তর ঃ যে ر ওয়াকফের কারণে সাকিন হয় এবং ওয়াকফের সাধারণ নিয়মে ر কে পূর্ণভাবে সাকিন পড়া হয়, তবে এক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী হরফকে দেখে ঐ ر রাকে পোর বা বারিক করে পড়তে হবে। ওয়াকফের আর একটি নিয়ম আছে যে, যে হরফটির উপর ওয়াকফ করা হয় সে হরফটিকে পূর্ণ ভাবে সাকিন করা হয় না বরং ر এর উপর যে হরকত আছে তাকে হালকা ভাবে আদায় করা হয় ইহাকে রুম বলে। এবং যের ও পেশের অবস্থায় রুম হয়ে

থাকে। (রুমের বিস্তারিত বিবরণ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আসবে) যে ر কে রুম করে ওয়াকফ করা হয় তার পূর্ববর্তী হরফ দেখার প্রয়োজন নাই বরং ر এর হরকতকে দেখেই পোর বা বারিক করে পড়তে হয়। যেমন وَالْفَجْرِ এর ر এর উপর যদি ওয়াকফ করা হয় তবে ر কে বারিক করে পড়া হবে। আর যদি مُنْتَصِرٌ এর ر এর উপর ওয়াকফ করা হয় তবে ر কে বারিক করে পড়া হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

মীম ছাকিন ও মীম মুশাদ্দাদ (তাশদীদযুক্ত মীম) পড়ার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ গুন্নাহ কাকে বলে? তাশদীদ যুক্ত মীম কে কিভাবে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ আওয়াজকে নাকের বাশীতে নিয়ে যাওয়াকে গুন্নাহ বলে। তাশদীদ যুক্ত মীমকে গুন্নাহ করে পড়া আবশ্যক। যেমন عَمَّ এমতাবস্থায় মীমকে হরফে গুন্নাহ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ গুন্নাহ করার পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর ঃ গুন্নাহর পরিমান এক আলিফ। এক আলিফের পরিমাণ এই যে, একটি আঙ্গুল কে সোজা বা খাড়া করে মধ্যগতিতে বন্ধ করতে যে টুকু সময় লাগে সেইটুকু সময়কে এক আলিফের পরিমাণ সময় ধরা হয় এটা শুধু মাত্র একটা অনুমান। প্রকৃত অবস্থা অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের নিকট শুনে নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ মীম সাকিন কাকে বলে?

উত্তর ঃ মীম হরফের মধ্যে জযম হলে সে যজম যুক্ত মীম হরফকে মীম সাকিন বলে। যথাঃ ام

প্রশ্ন ঃ মীম সাকিনকে কিভাবে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ মীম সাকিন পড়ার তিনটি পদ্ধতি (১) মীম সাকিনকে এদগাম করে (মিলিয়ে) পড়া। (২) মীম সাকিনকে এখফা করে পড়া। (৩) মীম সাকিনকে এযহার করে পড়া।

প্রশ্ন ঃ মীম সাকিনকে কোন সময় এদগাম করে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ মীম সাকিনের পর আবার মীম হরফ আসলে প্রথম মীম সাকিনকে দ্বিতীয় মীমের মধ্যে গুন্নাহর সাথে এদগাম করে পড়তে হয়। অর্থাৎ একটি তাশদীদ যুক্ত মীমের মত দুটি মীম এক হয়ে যাবে। যেমনঃ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ এ ধরনের এদগাম কে এদগামে সগীরায়ে মিসলাইন বলে।

প্রশ্ন ঃ মীম সাকিনকে কোন্ সময় 'এখফা ' করে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ মীম সাকিনের পর শুধু ب হরফটি আসলে মীম সাকিনকে এখফা করে পড়তে হয়। অর্থাৎ দুই ঠোটের শুকনা জায়গাকে হালকা ভাবে ধরে গুন্নাহকে নাকের বাঁশী পর্যন্ত নিয়ে এক আলিফ পরিমাণ ইখফা করতঃ 'বা' হরফকে দুই ঠোটের ভিজা জায়গা হতে শক্ত করে আদায় করতে হয়। যেমন–يَعْتَصِمْ بِاللهِ এ ধরনের এখফাকে ইখফায়ে শাফূবী বলে।

প্রশ্ন ঃ মীম সাকিনকে কোন্ কোন্ সময় এযহার করে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ যদি মীম সাকিনের পর মীম অথবা 'বা' ছাড়া অন্য কোন হরফ আসে তখন মীম সাকিনকে ইযহার করে পড়তে হয়। অর্থাৎ মীম সাকিনকে গুন্নাহ ও ইখফা ছাড়া তার নিজস্ব মাখরাজ হতে স্পষ্ট করে আদায় করতে হবে। যেমনঃ اَنْعَمْتَ এটাকে এযহারে শফুবী বলে।

উল্লেখ্য কোন কোন হাফেয সাহেব উক্ত এযহার এখফা ও ইদগামের (বা, ওয়াও, ফা) একই প্রকার কায়েদা মনে করেন। আর এর নাম বুকের কায়েদা বলে রেখে থাকেন। অর্থাৎ কেউ কেউ মীম সাকিনের পর বা ওয়াও ও ফা আসলে মীমে এখফা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ এযহার করেন কেউবা তিনটি হরফের নিকট মীম সাকিনকে হরকত দেন। যথাঃ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ এসব কথা তাজবীদের নিয়ম বহির্ভুত। প্রথম ও তৃতীয় মতটি সম্পূর্ণ ভুল এবং দ্বিতীয় মতটি দুর্বল।

দশম পরিচ্ছেদ

নুন সাকিন , তানবীন ও তাশদীদ যুক্ত নুনের বিবরণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, তানবীন নুন সাকিনেরই অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে বর্ণিত কায়দা সমুহের বুঝবার সুবিধার জন্য নুন সাকিনের কায়দার সাথে নুন তানবীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ তাশদীদ যুক্ত নুন পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ তাশদীদ যুক্ত নুনকে গুন্নাহ সহকারে পড়া জরুরী। তাশদীদ যুক্ত নুনকে তাশদীদ যুক্ত মীমের মত হরফে গুন্নাহ বলে। (হরফে গুন্নাহের বিবরণ নবম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন ঃ নুন সাকিন ও তানবীন কাকে বলে?

উত্তর ঃ জযম যুক্ত নুনকে নুন সাকিন বলে। যেমন اُنْ – اِنْ – اَنْ দুই যবর দুই যের দুই পেশ কে তানবীন বলে। যথাঃ اً – اٍ – اٌ

প্রশ্ন ঃ নুন সাকিন ও তানবীন পড়ার নিয়ম কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ নুন সাকিন ও তানবীনকে পড়ার চারটি নিয়ম রয়েছে ১. ইযহার ২. ইকলাব (কলব) ৩. ইদগাম ৪. ইখফা।

প্রশ্ন ঃ ইযহার কাকে বলে? এবং হরুফে হালকী কাকে বলে ও সেগুলো কি কি?

উত্তর ঃ ইযহার অর্থ হল স্পষ্ট করে পড়া। নুন সাকিন ও তানবীনের পর হরুফে হালকী হতে যদি কোন হরফ আসে তখন নুন সাকিন ও তানবীনকে ইযহার (স্পষ্ট) করে পড়তে হয় অর্থাৎ আওয়াজকে নাকের বাঁশীতেও নিবে না, গুন্নাহও করবে না যেমনঃ اَنْعَمْتَ- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ এই ইযহারকে ইযহারে হালকী বলে। হরুফে হালকী ৬টি যথাঃ غ ع خ ح ه ء মুখস্থ করার সুবিধার জন্য কবিতার মাধ্যমে বলা হয়েছে।

حرف حلقی شش بود ای نور عین — همزه هاو حاو خاو عین غین

প্রশ্ন ঃ ইদগাম কাকে বলে? ইদগাম কত প্রকর ও কি কি?

উত্তর ঃ ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। নুন সাকিন ও তানবীনের পর يَرْمَلُوْنَ শব্দের ছয়টি হরফের যে কোনটিকে পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয় অর্থাৎ নুন সাকিন পরবর্তী হরফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে দুটি হরফ এক হয়ে যায়, এটাকেই ইদগাম বলে। যেমন مِنْ لَّدُنْهُ এখানে নুনকে লাম করে দু লামকে এক করা হয়েছে। লাম শুধু পড়ার সময় আসে, লিখার সময় নুন বিদ্যমান থাকে। ইদগাম দু প্রকার ১.ইদগামে বা গুন্নাহ ২. ইদগামে বেগুন্নাহ।

প্রশ্ন ঃ ইদগামে বা গুন্নাহ ও ইদগামে বেগুন্নাহ কাকে বলে এবং ইদগামের উপরোক্ত ৬টি হরফের পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ ی- ن- م- و এ চারটি হরফের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এদের চারটি হরফে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। এই গুন্নাহ তাশদদীদ যুক্ত নুনের মত লম্বা করে আদায় করতে হয় একেই ইদগামে বা গুন্নাহ বা ইদগামে মায়াল গুন্নাহ বলে। নুন সাকিনের পর ی আসার উদাহরণ যেমন, مَنْ يُّؤْمِنُ তানবীনের পর ی আসার উদাহরণ যেমন بَرْقٌ يَّجْعَلُوْنَ বাকী ل ও ر এ দুটি হরফের কোনটি আসলে ইদগাম হবে কিন্তু গুন্নাহ হবে না। যেমন, مِنْ لَّدُنْهُ مِنْ رَّبِّكَ এক্ষেত্রে ইদগামের পরও পরিষ্কার লাম ও পরিষ্কার রা পড়তে হয়। নাকের মধ্যে সামান্য আওয়াজও যায় না একে ইদগামে বেগুন্নাহ বা ইদগামে বেলাগুন্নাহ বলে।

প্রশ্ন ঃ নুন সাকিনের পর ইদগামের হরফ আসার পরও নুন সাকিনকে কখনও ইদগাম না করে ইযহার করে পড়া হয় এর কারণ কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, নুন সাকিনকে ইদগাম করে পড়ার অর্থ হল, নুন সাকিন এবং ইদগামের হরফ এক শব্দের মধ্যে যেন না হয়। একই শব্দে হলে ইদগাম করবে না; বরং ইযহার করে পড়বে। যেমন নুন সাকিনের পর ى আসলে যথা دُنْيَا – بُنْيَانٌ নুন সাকিনের পর و আসলে, যেমন صِنْوَانٌ – قنوان (পূর্ণ কুরআন শরীফে এধরনের মাত্র চারটি শব্দ আছে) এরূপ ইযহারকে ইযহারে মতলক (সাধারণ) ইযহার বলে।

প্রশ্ন ঃ ইকলাব বা কলব কাকে বলে? এবং ইকলাবের হরফ কতটি ও কি কি?

উত্তর ঃ ইকলাব অর্থ বদল করা, নুন সাকিন ও তানবীনের পর ب হরফ আসলে নুন সাকিন ও তাবীনকে মীম দ্বারা বদল করে ইখফা ও গুন্নাহর সাথে পড়তে হয়। এই বদল করে পড়াকে ইকলাব বা কলব বলে।

নুন সাকিনের পর ب আসলে যেমন مِنْ بَعْدُ তানবীনের পর ب আসলে যেমন سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ অধিকাংশ কুরআন শরীফে পড়ার সুবিধার জন্য এরূপ নুন এবং তানবীনের পর ছোট একটি মীম লিখে দেওয়া হয়। যেমন مِنْۢ م بَعْدُ

প্রশ্ন ঃ ইখফা কাকে বলে? ইখফার হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ইখফা অর্থ লুকিয়ে পড়া। নুন সাকিন ও তানবীনের পর যদি উপরোল্লিখিত এযহারের ৬টি ইকলাবের ১টি ও ইদগামের ৬টি এই মোট ১৩টি হরফ ছাড়া বাদ বাকী ১৫টি হরফ হতে কোন একটি হরফ আসে তবে নুন সাকিন ও তানবীনকে ইখফা বা নাকের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে হয়। এরূপ পড়াকে ইখফা বলে। ইখফার হরফ ১৫টি – ث – ج – د – ذ – ز – س – ش – ف – ق – ك – ص – ض – ط – ظ। নুন সাকিনের পর আলিফ আসে না বলে আলিফকে গণনা করা হয় নাই।

প্রশ্ন ঃ ইখফা গুন্নাহ আদায় করার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ নুন সাকিন এবং তানবীনকে তার সঠিক মাখরাজ (জিহ্বার কিনারা এবং এই বরাবর উপরের তালু) হতে কিছুটা পৃথক করে আওয়াজ নাকের বাঁশীতে গোপন করে এমন ভাবে উচ্চারণ করা যাতে না ইদগামের মত হয়, না ইযহারের মত হয় বরং জিহ্বা লাগানো ব্যতিত তাশদীদ ছাড়া শুধু নাকের বাঁশীতে গুন্নাহর মত এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করে আদায় করা।

প্রশ্ন ঃ ইখফাকে সহজ ভাবে বুঝার দু'চারটি উদাহরণ দিন।

উত্তর ঃ ইখফাকে সহজ ভাবে বুঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেখুন চাঁদ, বাঁধ, কাঁদ, বাঁশ। کـنوا- سـينك- بانس- اونٹ এই ইখফাকে ইখফায়ে হাকীকী বলে।

ইখফা উচ্চারণের প্রকৃত নিয়ম কোন অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের নিকট হতে মশক করে শিখে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের নিকট মশক করা সম্ভব না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে গুন্নাহ করে পড়তে থাকবে। কারণ ইখফার গুন্নাহ ও স্বাভাবিক গুন্নাহ শুনতে একই রকম মনে হয়। যেমন أَأَنذَرْتَهُمْ- قَوْمًا ظَلُومًا এ ধরনের ইখফাকে ইখফায়ে হাকীকী বলা হয়।

একাদশ পরিচেছদ

মদ ও মদের হরফের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ মদের হরফ কাকে বলে? এবং মদের হরফ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ যে হরফে মদ হয় তাকে হরফে মদ বা মদের হরফ বলে। হরুফে মদ তিনটি – و – الـف- يـا (ওয়াও, আলিফ, ইয়া) আলিফের ডানের হরফে যবর থাকলে এবং সাকিনের ডানের হরফে পেশ থাকলে এবং ইয়া সাকিনের ডানের হরফে যের থাকলে এদেরকে হরুফে মদ্দাহ বা মদের হরফ বলে। খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশও মদের হরফের অন্তর্ভুক্ত। কেননা খাড়া যবর আলিফের মত এবং খাড়াযের ইয়া এর মত এবং উলটা পেশ ওয়াও এর মত আওয়াজ দেয়।

প্রশ্ন ঃ হরফে লীন কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ লীনের হরফ দুইটি (১) ওয়াও সাকিন তার ডানের হরফে যবর হলে এ ওয়াওকে ওয়াওয়ে লীন বলে। যেমন مِنْ خَوْفٍ - ى (ইয়া) সাকিন তার ডানে যবর হলে তাকে ইয়ায়ে লীন বলে যেমন ঃ هٰذَا الْبَيْتِ

প্রশ্ন ঃ মদ কাকে বলে?

উত্তর ঃ মদ অর্থ টেনে পড়া। কোন নির্দিষ্ট হরফকে দীর্ঘ করে শ্বাস বাকী রেখে উচ্চারণ করাকেই মদ বলে।

প্রশ্ন ঃ মদ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ মদ অনেক প্রকার আছে। তবে প্রধানতঃ দুই প্রকার, (১) মদ্দে আসলী (২) মদ্দে ফারয়ী।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে আসলী কাকে বলে?

উত্তর ঃ যদি মদের হরফের পর হামযা বা সাকিন হরফ না থাকে তবে তাকেই মদ্দে আসলী বলা হয়। যেমন نُوحِيهَا মদ্দে আসলী হতেই অন্যান্য মদের উৎপত্তি হয়। কুরআন মজীদ পাঠ করার সময় স্বাভাবিক ভাবে আদায় হয় বিধায় এ মদকে মদ্দেতাবয়ীও বলা হয়।(বর্ধিত) মদ্দেআসলীর পরিমাণ এক আলিফ।

প্রশ্ন ঃ মদ্দেফারয়ী কাকে বলে?

উত্তর ঃ ফারয়ী শব্দের অর্থ শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট অর্থাৎ মদ্দেআসলী হতে যেসব মদ শাখা-প্রশাখা হয়ে বের হয় তাকে মদ্দেফারয়ী বলে। মদের হরফের পর হামযাহ ও সাকিন হরফ থাকলেই মদ্দেফারয়ী হয়ে থাকে। যেমনঃ— حَآجَّ تَعْلَمُوْنَ– جَآءَ– مَآاُنْزِلَ (বর্ধিত)

প্রশ্ন ঃ মদ্দেমুত্তাসিল কাকে বলে এবং মুত্তাসিল পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ মদের হরফের পরে যদি একই শব্দে হামযা আসে তখন এই মদের হরফকে চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। এই লম্বা করাকেই মদ্দে মুত্তাসিল বলে। যেমন سُوْٓءُ– سَوَآءٌ– مِّيْٓئَتً একে মদ্দে মুত্তাসিল এবং মদ্দে ওয়াজীবও বলে। এ মদকে তিন বা চার আলিফ লম্বা করে পড়তে হয় (আলিফের পরিমাণ নবম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে)। খোলা আঙ্গুল কে বন্ধ করতে বা বন্ধ আঙ্গুল কে খুলতে যতটুকু সময় লাগে একেই এক আলিফের পরিমাণ বলে। অতএব উক্ত নিয়মে তিন অথবা চার আঙ্গুলকে পর পর গুটিয়ে নিলে অথবা গুটানো আঙ্গুল সমুহকে খুলতে যে পরিমাণ সময় লাগে সে পরিমাণকেই তিন বা চার আলিফ পরিমাণ বলে। যেমনঃ جَآءَ এর মধ্যে যদি হরফে মদ না হত তবুও শেষের হরফকে আলিফের পরিমাণ লম্বা করে পড়তে হত। এটা আসল মদের পরিমাণের অতিরিক্ত।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে মুনফাসিল কাকে বলে এবং মদ্দে মুনফাসিল পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ এক শব্দের শেষে মদের হরফ আর অন্য শব্দের প্রথমে হামযাহ আসলে এ মদের হরফটিকে লম্বা করে পড়তে হয়। এ মদকে মদ্দে মুনফাসিল বলা হয়। যথা –قَالُوْٓا اٰمَنَّا– اَلَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ– اِنَّآ اَعْطَيْنَا কিন্তু এ মদ তখনই হবে যখন দুটি শব্দ একত্র করে পড়তে হয়। যদি কোন কারণে প্রথম শব্দের উপর ওয়াকফ করা হয় তাহলে অতিরিক্ত মদ করতে হবে না। এ মদকে মদ্দে মুনফাসিল বা মদ্দে জায়েয বলে। এ মদের পরিমাণ মদ্দে মুত্তাসিলের মত তিন/চার আলিফ ।

প্রশ্ন ঃ মদ্দেলাযেম কাকে বলে এবং উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ মদের হরফের পরে সাকিনে আসলী (প্রকৃত স্থায়ী সাকিন) আসলে তাকে মদ্দেলাযেম বলে। মদ্দেলাযেম চার প্রকারঃ ১. মদ্দেলাযেম কলমী মুখাফ্‌ফাফ ২.মদ্দেলাযেম হরফী মুখাফ্‌ফাফ ৩. মদ্দেলাযেম কলমী মুসাক্কাল ৪. মদ্দেলাযেম হরফী মুসাক্কাল।

প্রশ্নঃ মদ্দে লাযেম কলমী মুখাফ্‌ফাফ কাকে বলে এবং মদ্দে লাযেমের পরিমাণ কি?

উত্তর ঃ মদের হরফের পর একই শব্দের মধ্যে যদি আসলী সাকিন হয় (অর্থাৎ উহার উপর ওয়াকফ করার দরুন সাকিন না হয়ে থাকে) যেমনঃ اَلْاٰنَ এ শব্দের প্রথম হরফ হামযাহ, দ্বিতীয় হরফ আলিফ হরফে মদ এবং তৃতীয় হরফ সাকিন হয় নাই। এখানে ওয়াকফ না করলেও সাকিন করতে হবে। এ মদের হরফের উপর মদ হয় এ মদের নাম মদ্দে লাযেম । এ মদকে মদ্দে লাযেম কলমী মুখাফ্‌ফাফ ও বলে। মদ্দে লাযেমের পরিমাণ তিন আলিফ।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে লাযেম কলমী মুসাক্কাল কাকে বলে? এবং তার পরিমাণ কি?

উত্তর ঃ মদের হরফের পর একই শব্দে যদি কোন তাশদীদ যুক্ত হরফ আসে যেমন ضَآلِّيْنَ এখানে আলিফ মদের হরফ। এ মদকেও মদ্দে লাযেম কলমী মুসাক্কাল বলে। ইহার পরিমাণ তিন আলিফ।

প্রশ্নঃ হরুফে মুকাত্তাআত কাকে বলে? এবং হরুফে মুকাত্তায়াতের বিবরণ কি?

উত্তর ঃ কুরআন মজীদের কতগুলি সূরার প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় হরফ পড়া হয় যেমন, সূরা বাকারার الم — ا ل م। এ হরফ গুলোকে হরুফে মুকাত্তায়াত বলে। মদের বিবরণে অলিফের কোন নির্ধারিত বিধি নাই। আলিফ ছাড়া বাকী হরফ গুলো দু প্রকার ১. যে সকল হরফ বানান করতে তিন হরফ লাগে যেমন لام– ميم– كاف– نون ২. যে সকল হরফ বানান করতে দু'হরফ লাগে যেমন طٰ هٰ (দু হরফী গুলো সম্পর্কে মদের বিবরণে কোন আলোচনা নাই)। যেগুলোর মধ্যে তিন হরফ লাগে সেগুলোর মধ্যে মদ করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে লাযেম হরফী মুসাক্কাল কাকে বলে? এবং এর পরিমাণ কি?

উত্তর ঃ তিন হরফ বিশিষ্ট হরফে মুকাত্তায়ার শেষে তাশদীদ যুক্ত হরফ হলে এরূপ মদকে মদ্দে লাযেম হরফী মুসাক্কাল বলে। যেমন الٓمّٓ এখানে লামকে মীমের সাথে পড়লে তখন ل এর শেষে তাশদীদ জন্ম নেবে। এ মদের পরিমাণও তিন আলিফ।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্ফাফ কাকে বলে? এবং এর পরিমাণ কি?
উত্তর ঃ তিন হরফ বিশিষ্ট হরফে মুকাত্তায়ার শেষে জযমযুক্ত সাকিন একত্রিত হলে এ মদকে মদ্দেলযেম হরফী মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন الٓمٓ এর মধ্যে মীমের শেষে তাশদীদ নাই।
প্রশ্ন ঃ উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, তিন হরফ বিশিষ্ট হরফে মুকাত্তায়াত যেসব হরফের মাঝের হরফে মদ হয় তারপর সাকিন হরফ থাকুক বা তাশদীদ যুক্ত হরফ থাকুক উভয় অবস্থাতে মদের হরফকে মদ করতে হয়। কিন্তু যেখানে তিন হরফ বিশিষ্ট হরফে মুকাত্তায়াতের মাঝখানের হরফ হরফে মদ নয়, যেমনঃ كٓهٰيٰعٓصٓ এখানে আইন হরফটি কিভাবে পড়তে হবে?
উত্তর ঃ যেসব জায়গায় তিন হরফবিশিষ্ট হরফে মুকাত্তায়াতের মাঝখানের হরফে মদ না হয় সেখানে মদ হওয়া সাধারণ নিয়ম নয়। এজন্য মদ না করলেও চলে তবে মদ করা ভাল । এ মদকে মদ্দে লাযেমে লীন বলা হয়।

উল্লেখ্য, যেসব হরফে মুকাত্তায়াত শব্দের শেষে আসে এবং উহার উপর ওয়াকফ করা হয় সে হরফে মদ করতে হবে। হ্যাঁ, যদি পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া হয় তবে মদ করা না করা উভয়টিই জায়েয। যেমন সূরায়ে আল ইমরানের الٓمٓ اللّٰهُ এর মধ্যে মীমকে যদি আল্লাহ শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া হয় তবে মদ করা না না করা পাঠকের ইচ্ছা ।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে আরযী বা মদ্দে ওয়াকফী কাকে বলে? এবং এর পরিমাণ কি?
উত্তর ঃ মদের হরফের পরে যদি ওয়াকফ করার কারণে সাকিন হয় আসল সাকিন না হয় তবে সেক্ষেত্রে মদ করা না করা উভয়টিই জায়েয। কিন্তু মদ করা ভাল। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ইহাকে মদ্দে ওয়াকফী বা মদ্দে আরযী বলে। এ মদ তিন আলিফ পর্যন্ত করতে পারে। তাকে তাওল বলে। দুই আলিফ পরিমাণ মদ করাও জায়েয আছে। তাকে তাওয়াসসুত বলে ।মদ না করে শধু এক আলিফ টেনে পড়াও জায়েয (এর চেয়ে কম পড়লে তো হরফই থাকবে না) তাওল পড়া উত্তম। তারপর তাওয়াসসুত তারপর কসর। মনে রাখতে হবে যে, উপরোক্ত তিনটি নিয়মের যে কোন একটি নিয়মে (তাওল, তাওয়সসুত, কসর) পড়া শুরু করবে, কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত সেই নিয়মেই পড়বে। কখনও তাওল, কখনও কছর, কখনও তাওয়াসসুত এরূপ করবে না। ইহা দেখতে খারাপ। মদ্দে আরযী মদ্দে জায়েযের একটি শ্রেণী। যদি মদের হরফের উপরই ওয়াকফ করা হয় তাহলে সেখানে মদ করতে হয় না, যেমন شَكُوْرًا। غَفُوْرًا। এর উপর ওয়াকফ করে মদ করে পড়া ঠিক নয়। (অর্থাৎ দুই বা তিন আলিফ)।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে আরেযী আরযে লীন কাকে বলে?

উত্তর ঃ মদের হরফের উপরে যেমন মদ্দে আরেযী জায়েয তদ্রূপ হরফে লীনের উপরও মদ করা জায়েয। ওয়াও সাকিন ডানের হরুফে যবর, ইয়া সাকিন ডানের হরুফে যবর হলে তাকে হরফে লীন বলে। যেমন – مِنْ خَوْفٍ وَالصَّيْفِ এর উপর যখন ওয়াকফ করা হবে। এখানে তাওল তাওয়াসসুত ও কছর সব কয়টি নিয়মই জায়েয। এ মদকে মদ্দে আরযে লীন বলে।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে ফারয়ী মদ্দে তাবয়ী ও মদ্দে যাতী কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে পরিমাণ টেনে না পড়লে মদের হরফের অস্তিত্বই থাকে না; বরং মাত্র যের, যবর ও পেশ বাকী থাকবে সেগুলোকে তবয়ী বা যাতী মদ বলে। উপরে যেসব মদের কথা আলোচনা করা হয়েছে সবগুলো মদ্দে ফারয়ীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সবগুলো মদের আসল হরফ হতে অতিরিক্ত।

প্রশ্ন ঃ আলিফ হরফটি পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ আলিফ হরফটি সর্বদা বারিক করে পড়তে হয় তবে যদি আলিফের পূর্বে হরফে মুস্তালিয়া হতে কোন একটি হরফ হয়, অথবা যবরবিশিষ্ট 'রা' হয় তখন পোর হয়। (যেমন আল্লাহ শব্দের লাম) এমতাবস্থায় আলিফকে পোর করে পড়তে হবে।

প্রশ্ন ঃ যেসব হরফ গুলোকে পোর করে পড়তে বলা হয়েছে সবগুলো পোর পড়ার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের কি? আর আলিফের বেলায় ও কি তদ্রূপ?

উত্তর ঃ না সবগুলো সমপর্যায়ের নয় বরং যেসব হরফগুলোকে পোর করতে বলা হয়েছে এদের মধ্যে যেরূপ তারতম্য রয়েছে (যে আলিফ ঐসব হরফের পরে আসে) সর্বাপেক্ষা পোর হবে আল্লাহ শব্দের ل তারপর ط তারপর ص ও ض এগুলোর পর ظ তারপর ق তারপর خ ও غ সবশেষে ر কে পোর করে পড়তে হবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হামযা পড়ার নিয়মাবলী

হামযাহ উচ্চারণের কিছু নিয়মাবলী এমনও আছে যা আরবী ভাষার পন্ডিত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এখানে কুরআন মজীদের পাঠক বৃন্দের সুবিধার জন্য বিশেষ দুটি উচ্চারণের নিয়মনীতি লিখে দেয়া হলো।

প্রশ্ন ঃ তাসহীল কাকে বলে?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ হামযাহকে তার নিজস্ব মাখরাজ হতে শক্ত ভাবে উচ্চারণ করতে হয় তবে কুরআন শরীফের চব্বিশ পারার শেষের দিকে একটি আয়াতে ءَاَعْجَمِيٌّ শব্দটি আছে। এ শব্দের দ্বিতীয় হামযাহটিকে কিছুটা নরম করে পড়বে একে তাসহীল বলে।

প্রশ্ন ঃ সূরা হুজরাতের দ্বিতীয় রুকুতে بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ বাক্যটি কিভাবে পড়বে?

উত্তর ঃ উল্লেখিত বাক্যটি পড়ার নিয়ম এই যে, بِئْس শব্দের ছীনের উপর যবর দিবে কিন্তু পরবর্তী কোন হরফের সাথে মিলাবে না। তারপর পরবর্তী শব্দের প্রথমে যে লাম আছে তাকে যের দিয়ে পরবর্তী ছীনের সাথে মিলিয়ে পড়বে। সার কথা হলো اَلْاِسْمُ এর লামের সাথে আগে পরে আলিফের মত যে দুইটি হামযাহ আছে এগুলো কিছুতেই পড়বে না; বরং بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ বি'সালিসমুল ফুসূক।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ওয়াকফ করার নিয়মাবলী

তাজবীদের মৌলিক বিষয়াবলী হলো মাখরাজ ও সিফাতের বর্ণনা যার বিবরণ আল্লাহ পাকের পরম করুণায় ইতিপূর্বে শেষ করা হয়েছে। ইলমে তাজবীদের সম্পুরক আরও তিনটি বিষয় আছে যথা ১. ইলমে আওকাফ বা বিরাম নীতি ২.ইলমে রুছমে খত বা লিখন নীতি ৩. ইলমে কিরাআত বা পঠন নীতি। ইলমে আওক্বাফ বা বিরাম নীতির কতিপয় নিয়মাবলী নিম্নে বর্ণিত হলো।

প্রশ্ন ঃ ওয়াকফ কাকে বলে?

উত্তর ঃ ওয়াকফ অর্থ বিরতি করা বা বিলম্ব করা। তাজবীদের পরিভাষায় ১. কুরআন শরীফের কোন আয়াত সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পুনরায় নিশ্বাস গ্রহন করার জন্য সামান্য সময় বিলম্ব করাকে ওয়াকফ বলে। কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের মাঝে এরূপ ওয়াক্ফ করা একান্ত জরুরী। কেননা কোন কোন ওয়াক্ফ না করে পড়লে এ বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্য মিশ্রিত হয়ে আয়াতের অর্থই পরিবর্তন হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ যারা অর্থ বুঝেনা তারা কিভাবে ওয়াক্ফ করবে?

উত্তর ঃ যারা কুরআন মজীদের অর্থ বুঝেনা তারা শুধুমাত্র কুরআন মজীদে দেওয়া বিরাম চিহ্নসমুহের স্থলেই ওয়াক্ফ করবে। বিনা প্রয়োজনে মাঝখানে থামবে না।

প্রশ্ন ঃ প্রয়োজন বোধে বিরাম চিহ্নের মাঝখানে থামতে হলে তার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ যদি মাঝখানে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় এমতাবস্থায় যে শব্দটির উপর থামবে সে শব্দটিসহ অথবা তার পূর্বের আরও দু একটি শব্দসহ পুনরায় পড়তে শুরু করবে। কখনও শব্দের মাঝখানে ওয়াক্ফ করবেনা বরং শব্দের শেষে থামবে। এমতাবস্থায় যে শব্দের উপর ওয়াক্ফ করবে সে শব্দটি যেরূপ লেখা আছে সে অনুসারেই ওয়াক্ফ করবে। যদিও পড়ার সময় অনুরূপ পড়তে হয় যেমন انا শব্দটির শেষের আলিফ মিলিয়ে পড়ার সময় না পড়লেও ওয়াকফের সময় অবশ্যই পড়তে হবে। হরকতের উপর ওয়াক্কফ করা একান্ত ভুল পদ্ধতি যেমনঃ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ এর ক্বাফের উপর ওয়াক্ফ করলে ক্বাফটি সাকিন করতে হবে। যবরের উপর ওয়াকফ করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ওয়াকফের জন্য কয়টি জিনিস জরুরী।

উত্তর ঃ ওয়াকফের জন্য তিনটি জিনিস জরুরী (১) আওয়াজ বন্ধ করা (২) শ্বাস বন্ধ করা (৩) পরবর্তী শব্দ হতে পৃথক করে দেয়া।

প্রশ্ন ঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে ওয়াকফের সময় ঐ শব্দটি যেরূপ আছে ওয়াকফের সময় তদ্রূপই থাকবে এ নিয়ম কি সর্বত্রই প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ উপরোক্ত নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য নয় বরং নিম্নোক্ত জায়গা সমুহে এর ব্যতিক্রম যথা (যেসব জায়গায় আলিফ মিলিয়ে পড়লে বা ওয়াকফ করলে কোন অবস্থাতেই পড়া যাবে না)।

যেসব আলিফ মিলিয়ে পড়া ও ওয়াক্ফ অবস্থায় যায়েদা হয়

ক্রমিক	সূরা	রুকু	আয়াত	শব্দ
১	বাকারাহ	একত্রিশ	২৩৭	اَوْ يَعْفُوَا
২	মায়েদাহ	পঞ্চম	২৯	اَنْ تَبُوْءَا
৩	রায়াদ	চতুর্থ	৩০	لِتَتْلُوَا
৪	কাহাফ	দ্বিতীয়	১৪	لَنْ نَدْعُوَا
৫	রুম	চতুর্থ	৩৯	لِيَرْبُوَا
৬	মুহাম্মদ	প্রথম	৪	لِيَبْلُوَا

৭	মুহাম্মদ	চতুর্থ	৩১	نَبْلُوَا
৮	হুদ	ষষ্ঠ	৬৮	ثَمُوْدَا
৯	ফুরকান	চতুর্থ	৩৮	ثَمُوْدَا
১০	আনকাবুত	চতুর্থ	৩৮	,,
১১	নাজম	তৃতীয়	৫১	,,
১২	দাহর	প্রথম	১৫	قَوَارِيْرَا

উপরোক্ত শব্দগুলোর আলিফসমুহ (ওয়াসল বা ওয়াকফ) কোন অবস্থাতেই পড়া যাবে না।

ওয়াসল (মিলিয়ে পড়ার) অবস্থায় আলিফ যায়েদার তালিকা

ক্রমিক	সূরা	রুকু	আয়াত	শব্দ
১	কাহাফ	পঞ্চম	৩৮	لٰكِنَّا
২	আহযাব	দ্বিতীয়	১০	اَلظُّنُوْنَا
৩	,,	অষ্টম	৬৬	اَلرَّسُوْلَا
৪	,,	,,	৬৭	اَلسَّبِيْلَا
৫	দাহার	প্রথম	১৬	قَوَارِيْرَا
৬	,,	,,	৪	سَلٰسِلَا

উপরোক্ত শব্দসমুহের আলিফ গুলো ওয়াসল অর্থাৎ মিলিয়ে পড়ার সময় যায়েদা হবে (অর্থাৎ পড়ায় আসবে না)।

৭. সমস্ত কুরআন মজীদে اَنَـا শব্দটি যেখানেই আসবে এ আলিফ যায়েদাহ পরিগণিত হবে।

৮. সূরায়ে দাহারের শুরুতে শব্দের শেষের লামআলিফের অলিফটি ওয়াকফ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে سَلَاسِلْ (সালাসিলা) পড়ারও বর্ণনা আছে।

প্রশ্ন ঃ যে শব্দের উপর ওয়াকফ করা হয় যদি সে হরফটি হরকত বিশিষ্ট হয় তবে সে হরফের উপর ওয়াক্ফ করার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ যে শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হচ্ছে সে হরফটি যদি হরকত বিশিষ্ট হয় তবে উক্ত হরফটি পড়ার তিনটি নিয়ম। ১.হরফটি এস্কান বা সাকিন করতে হবে। ২. হরফটিকে রাওম করে পড়তে হবে। ৩. হরফটিকে ইশমাম করে পড়তে হবে।

প্রশ্ন ঃ রাওম ও ইশমাম কাকে বলে?

উত্তর ঃ রাওম অর্থ হরকতের তিন অংশের এক অংশ পাঠ করা অর্থাৎ যে হরফের মধ্যে ওয়াক্ফ করা হয় সে হরফের হরকত (যের বা পেশ) এক তৃতীয়াংশ পড়াকে রাওম বলে। এটা এরূপ আওয়াজে সম্পূর্ণ হওয়া চাই যেন নিজেও নিকট বর্তী ব্যক্তি শুনতে পারে। যেমন نَسْتَعِيْنُ শব্দে ن এর পেশ সামান্য পরিমাণ উচ্চারণ হবে তবে যে হরফের উপর যবর আছে সেখানে রাওম করে পড়বে না। রাওম উচ্চারণ করলে অন্ধ ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে কিন্তু বধীর ব্যক্তি অুধাবন করতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ এশমাম কাকে বলে?

উত্তর ঃ পেশ বিশিষ্টি কোনও হরফে পড়ার সময় যেরূপে দু ঠোট সম্মুখে দিকে লম্বা করতে হয় দু ঠোটকে সেরূপ করার নাম এশমাম। এ এশমাম ওয়াকফের অবস্থায় কেবলমাত্র একপেশ ও দু'পেশের মধ্যেই করতে হয়, যেমন قَدِيْرٌ – نَسْتَعِيْنُ ইত্যাদি।

এশমাম উচ্চারণ করলে নিকটবর্তী লোকেরাও শুনতে পারে না। শুধু দেখে অনুধাবন করা যায়।

প্রশ্ন ঃ যে ة হা এর আকৃতিতে লেখা হয় সেই তা পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ যে ة হা এর আকৃতিতে গোল করে লেখা হয় এরূপ ة এর উপর ওয়াকফ করলে দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ এরূপ ة কে হা পড়তে হয় দ্বিতীয়তঃ এরূপ ة এর উপর রাওম বা এশমাম করবে না।

প্রশ্ন ঃ আরেযী সাকিনের উপর কি রাওম ও এশমাম হয়?

উত্তর ঃ রাওম বা এশমাম অস্থায়ী বা আরেযী হরকতের উপর হয়না, যেমন وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ এর মধ্যে যদি কেউ لقد এর উপর ওয়াক্ফ করে তবে দালকে সাকিন পড়তে হবে। لقد এর দালের যেরের উপর রাওম করবেনা কেননা দাল এর হরকত অস্থায়ী।

প্রশ্ন ঃ তাশদীদ যুক্ত শব্দের উপর ওয়াক্ফ করবে কিভাবে?

উত্তর ঃ যে শব্দের উপর ওয়াক্ফ করবে যদি শব্দের শেষ হরফে তাশদীদ হয় তবে রাওম বা এশমাম করার সমসয় তাশদীদ বহাল থাকবে।

প্রশ্ন ঃ দু'যবর বিশিষ্ট হরফের উপর ওয়াক্ফ কিভাবে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ দুযবর বিশিষ্ট হরফের উপর ওয়াকফ করলে এক যবরকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয়। যেমন কেউ যদি فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً এর উপর ওয়াকফ করে তখন نِسَاءَا পড়তে হবে।

প্রশ্ন ঃ মদ্দে আরেযীর সময় রাওম করে পড়লে কিভাবে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ মদ্দে আরেযীর (মদ্দে ওয়্যাকফী) সময় রাওম করলে উহাতে মদ করা যাবে না। যেমন – الرَّحِيْمُ – نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যে যের ও পেশের সামান্য উচ্চারণ করলেও মদ করা যাবে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয়েকটি জরুরী বিষয়

এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় সমুহের কোন কোন আলোচনা ইতিপূর্বে ও করা হয়েছে। তবে পাঠকের সুবিধার জন্য আবারও উল্লেখ করা হচ্ছে।

ফায়েদাঃ ১. সূরায়ে কাহাফের পঞ্চম রুকুতে لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ বাক্যের لٰكِنَّا শব্দের যে আলিফ আছে সেআলিফ পড়া যাবে না তবে যদি এ শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হয় তখন পড়তে হবে।

ফায়েদাঃ ২. সূরা দাহর এর শুরুতে যে سَلٰسِلَا শব্দটি আছে এর দ্বিতীয় লামের পরে যে আলিফ আছে এ আলিফটি পড়া যাবে না। প্রথম লামের পর যে আলিফ আছে তা সর্বাবস্থায়ই পড়তে হয়।

ফায়েদাঃ ৩. সূরা দাহরের মাঝখানে قَوَارِيْرَا। শব্দটি দুবার উল্লেখ আছে এবং প্রতিটির শেষে আলিফ রয়েছে। দ্বিতীয়টির আলিফ কোন অবস্থায়ই পড়া যাবেনা। তবে আলিফটির উপর যদি ওয়াক্ফ করা হয় তবে আলিফ পড়তে হয়। ওয়াকফ করা না হলে আলিফ পড়তে হয় না। তেলাওয়াতের সময় সাধারণতঃ প্রথম শব্দটিরই উপর ওয়াক্ফ করা হয় দ্বিতীয়টির উপর ওয়াক্ফ করা হয়না। এমতাবস্থায় প্রথম শব্দে আলিফ পড়বে দ্বিতীয় শব্দে পড়বে না।

ফায়েদা ঃ ৪. কুরআন শরীফে শুধু এক জায়গায় সূরায়ে হুদের মধ্যে বিসমিল্লাহি মাজরীহা এর স্থলে ' বিসমিল্লাহি মাজরেহা ' পড়তে হয়।

ফায়েদা ঃ ৫. সূরা হামিম সিজদার এক জায়গায় তাছহীল বা নরম ভাবে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন ءَاَعْجَمِيٌّ এর দ্বিতীয় হামযাহ।

ফায়েদা ঃ ৬. সূরা হুজরাতের بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ এর মধ্যে দ্বিতীয় হামযাহ পড়া যায়না বরং লামকে সীনের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।

ফায়েদা ঃ ৭ .নিম্নে বর্ণিত শব্দ সমুহের সম্পূর্ণ এদগাম করতে হয়। هَـمَّـتْ فَرَّطْتُمْ- مَافَرَّطْتُ- لَئِنْ بَسَطْتَ- اَحَطْتُ অর্থাৎ ط কে ت এর সাথে মিলিয়ে তাশদীদ দিয়ে এমন ভাবে পড়বে যাতে ط তার নিজস্ব সিফাত (ইস্তেআলা এবং ইতবাক) সহ কলকলাহ ছাড়া পোর আদায় হয় এবং ت বারিক আদায় হয়। اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ এর মধ্যে পুরা পুরি ইদগাম করাই ভাল অর্থাৎ ق পড়া হবে না বরং ق কে ك দ্বারা পরিবর্তন করে তাশদীদ দিয়ে পড়তে হবে।

ফায়েদা ঃ ৮. يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ- نٓ وَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُوْنَ এর ن এবং س এর পর যে و আছে ইদগামের কায়দা অনুযায়ী যদিও এদগাম হওয়া দরকার তবুও ইদগাম করে পড়া হয় না।

ফায়েদা ঃ ৯. সূরায়ে ইউসুফের দ্বিতীয় রুকুতে لَاتَاْمَنَّا এর ن এর উপর এশমাম করে পড়তে হয়। অর্থাৎ হরকত একবারেই উচ্চারণ হবে না। কিন্তু হরকত উচ্চারণের সময় ঠোঁটের অবস্থা এমন হবে যেমন সাধারণ ভাবে হরকত উচ্চারণের সময় হয়ে থাকে।

ফায়েদা ঃ ১০. ***প্রশ্ন ঃ** সাকতাহ কাকে বলে?

উত্তর ঃ কুরআন শরীফের মাঝে মাঝে سَكْتَهْ শব্দ লেখা আছে। আর যে হরফের মধ্যে সাকতাহ লেখা আছে সে হরফটি পড়ার সময় এক মুহূর্ত কাল আাওয়াজ বন্ধ করে নিঃশ্বাস জারী রাখাকে সাকতাহ বলে। হাফছের বর্ণনা মতে কুরআন শরীফে মোট চার জায়গায় সাকতাহ হয়। যেমন ১. সূরায়ে কিয়ামহ এর مَنْ سكته رَاقٍ এর مَنْ এর নুনটি يَرْمَلُوْنَ এর কায়দা অনুযায়ী এদগাম করে পড়া উচিত কিন্তু এদগাম হবে না। কেননা সাকতাহ যেহেতু ওয়াকফের মত মনে করা হয় অতএব ن এবং ر এর মধ্যে কোন সংযোগ থাকল না অতএব এদগামও হবে না। ২. সূরায়ে কাহাফের মধ্যে عِوَجًا سكته قَيِّمًا এর মধ্যে যদি عِوَجًا এর উপর ওয়াকফ না করে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া হয় তবে ইখফা হবে না; বরং যবরের তানবীন টিকে আলিফ দ্বারা বদল করে পড়তে হবে।

৩. সূরায়ে ইয়াছিনের মধ্যে مِنْ مَّرْقَدِنَا سكته هٰذَا এর আলিফের উপর সাকতাহ করে পড়তে হয়।

ফায়েদা ঃ ১১. কুরআন মজীদের পেশবিশিষ্ট হরফসমূহ পড়াকালে এসকল পেশকে ওয়াও এ মারূফের আভাস দিয়ে পড়বে। আর যের বিশিষ্ট হরফ

পড়াকালে ইয়ায়ে মারুফের উচ্চারণ ভঙ্গীর ন্যায় আভাস রেখে পড়বে। আমাদের দেশে (এক শ্রেণীর মানুষ) পেশকে এভাবে পড়ে যে, যদি একে একটু দীর্ঘ করা হয় তাহলে ওয়াও এ মাজহুলের মত শুনা যায়, আর যেরকে এমনভাবে পড়ে যে যদি তাকে একটু লম্বা করা হয় তাহলে ইয়ায়ে মাজহুলের ন্যায় উচ্চারিত হয়। (যেমন بُشْرٰى বুশরা থেকে বষরা قُرْبَانًا কুরবানা এর মধ্যে করবানা এবং اِهْدِنَا ইহদিনা এরস্থলে এহদিনা ও বিসমিল্লাহ এর মধ্যে বেসমেল্লাহ ইত্যাদি এমন পড়া ঠিক নয়। কারণ এটা আরবী ভাষার পরিপন্থী। এখানে লিখার মাধ্যমে শুধু যের ও পেশের উচ্চারণ ভঙ্গী বুঝান হলো, প্রকৃত পক্ষে অভিজ্ঞ কারী সাহেবের নিকট মশকের মাধ্যমে উপলব্ধি করে নিতে হবে।

ফায়েদা ঃ ১২.তাশদীদ যুক্ত ওয়াও কিংবা তাশদীদ যুক্ত ইয়া এর মধ্যে ওয়াকফ করার সময় তাশদীদটি সামান্য শক্ত করে আওয়াজকে একটু লম্বা করে এমন ভাবে পড়বে যে, ওয়াকফকৃত হরফটি তাশদীদ ওয়ালা বলে বুঝা যায়। যেমনঃ عَلَى النَّبِيِّ - عَدُوٌّ

ফায়েদাঃ১৩.সূরায়েইউসুফের لَيَكُوْنًا مِّنَ الصَّاغِرِيْنَ ও সূরায়ে ইকরায় لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ এর মধ্যে لَنَسْفَعًا এর মধ্যে এবং نًا এ لَيَكُوْنًا এর عا এর মধ্যে ওয়াকফ করার সময় তানবীন পড়া যাবে না; বরং আলিফ -এর মধ্যে ওয়াকফ করতে হবে।

ফায়েদাঃ ১৪.নিম্নোক্ত ৪টি স্থান যথাঃ ১. সূরায়ে বাকারায় فِى الْخَلْقِ ও يَبْصُطُ - يَقْبِضُ ২.সূরায়েআরাফে بَصْطَةً এর ص সোয়াদ এর স্থলে সীন পড়া যায় আর ৩. সূরায়ে তূরের اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ এর মধ্যে ص এর স্থলে ص বা س উভয়টিই পড়া যায় এবং ৪. সূরায়ে গাশিয়ায় بِمُصَيْطِرٍ এর মধ্যে ص সোয়াদই পড়তে হবে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ কুরআন মজীদেই উক্ত চারটি শব্দের সোয়াদ এর উপরে ছোট করে মীম লিখা থাকে।

ফায়েদাঃ ১৫. কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থান এমন আছে যেখানে لا লামআলিফ লিখা আছে; কিন্তু পড়ার সময় শুধু লাম পড়া হয় আলিফ পড়া হয় না। অর্থাৎ আলিফ শুধু লিখায় আসে পড়াতে নয়। যেমন ঃ ১. সূরায়ে আল ইমরান (১৭নং রুকুর ১৫৮নং আয়াতে) لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ২.সূরায়ে তাওবায় (৭নং রুকুর ৪৭নং আয়াতে) وَلَااَوْضَعُوْا ৩. সূরায়েনমলে (২য় রুকুর ২১নং আয়াতে) اَوْلَاَذْبَحَنَّهٗ

৪.সূরায়ে আস্‌সাফফাতে (২য় রুকুর ৬৮নং আয়াতে) لَاْ اِلَى لَاْ اَنْتُمْ اَلْجَحِيْمِ ৫. সূরায়ে হাশরে (২য় রুকুর ১৩নং আয়াতে) اَشَدُّ رَهْبَةً) তেমনি সূরায়ে আল ইমরানের (১৫ নং রুকুর ১৪৪ নং আয়াতে) اَفَاْئِنْ এর আলিফ বাদ দিয়ে اَفَئِنْ পড়তে হয়। আর কিছু স্থানে مَلَاْئِهٖ লিখা আছে কিন্তু পড়তে হয় مَلَئِهٖ সূরায়ে কাহাফের ৪র্থ রুকুর (২৩ নং আয়াতে لِشَاْئٍ এর মধ্যে আলিফ বাদ রেখে لِشَئٍ পড়তে হয়। কোন কোন স্থানে نَبَاْئٍ লিখা আছে কিন্তু পড়ার সময় আলিফ ছাড়া نَبَئٍ পড়তে হয়।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ কিতাবখানার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সকল কায়দা কানুন পেশ করা হলো এগুলোর অধিকাংশই উলামায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে কিরামগণের কোন মতবিরোধ নেই, তবে যেসব জায়গায় মতপার্থক্য কিংবা একাধিক অভিমত আছে সে গুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইমাম আসেম (রহঃ) এর শাগরেদ ইমাম হাফস (রহঃ) এর মতামতের অনুসরণ করেছি। কেননা, উপমহাদেশের মুসলমানগণ তাঁর বর্ণনা মতেই কুরআন মজীদ পড়ে থাকে। জেনে রাখা দরকার যে, হযরত হাফস (রাহঃ) ইমাম আসেম (তাবেয়ী রহঃ) এর নিকট কুরআন মজীদ শিক্ষা করেছেন। তিনি (আসেম) যর ইবনে হুবাইশ আসাদী ও আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব সালামীর (রাহঃ) নিকট তারা হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত যায়দ ইবনে সাবেত, হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাছউদ ও হযরতহ উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) গণের নিকট এবং তারা সকলেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরআন মজীদ শিক্ষা করেছেন।

শেষ কথা

চৌদ্দ তারিখের রজনীতে চাঁদ পরিপূর্ণতায় পৌঁছে, আমরা চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তাজবীদের জরুরী বিষয় সমূহের পুরাপুরি বিবরণ তুলে ধরেছি। আল্লাহ তা'আলা কিতাবখানিকে কল্যাণ জনক ও মকবূল করুন। আমি তালিবে ইলমগণের নিকট, বিশেষতঃ বাচ্চা ও নেকবান্দাদিগের নিকট রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের দু'আর দরখাস্ত রাখছি।

আশরাফ আলী ('আফী আনহু), ৫ই সফর, ১৩৩৪ হিজরী।

কুরআন শরীফের সূরা, রুকু , আয়াত, হরফ এবং যের যবর, পেশ ও অন্যান্য হরকতের সংখ্যা

সূরাঃ ১১৪, রুকুঃ ৫৪০, আয়াতঃ ৬৬৬৬, শব্দঃ ৮৬৪৩০, অক্ষরঃ ৩২১২৫০, যেরঃ ৩৯৫৮২, যবরঃ ৫২২৩৪, পেশঃ ৮৮০৪, নোকতাঃ ১০৫৬৮৪, মদঃ ১৭৭১, তাশদীদঃ ১৪৫৩।

হরফের গণনা

আবুল লায়ছ এর বুস্তান হতে আবদুল আযীয আবদুল্লাহ-এর অভিমত অনুসারে

আলিফ	৪৮৮৭১	দাল	৫৬৪২	আইন	১৪১০০	ওয়াও	২৬৫৩৬
বা	১১৪৪২	যাল	৪১৯৭	গাইন	২২০৮	হা	১৯০৭০
তা	১১৯৯	রা	১১৭৯৩	ফা	৪৪৯৯	লাম	
ছা	১২৭৬	যা	১৫৯০	ক্বাফ	৬৮১৩	আলিফ	৩৭২০
জীম	৩২৭২	সীন	৫৮৫১	কাফ	৯৫২৩	ইয়া	৩৫৯১৯
হা	৯৭৩	শীন	৩২৫৩	লাম	৩৪১২		
খা	২৪১৬	সোয়াদ	২০১৩	নূন	২৬৫৬০		
তোয়া	১২৭৪	যোয়াদ	১৬২৭				
যোয়া	৮৪২	মীম	২৬৫৩৫				

****

দশ মিনিটে তাজবীদ শিক্ষা

[জামালুল কুরআনের সার সংক্ষেপ]

ভূমিকা

প্রত্যেক ফন্ বা বিষয় শুরু করার পূর্বে তিনটি জিনিস জানা আবশ্যক ১.তারীফ বা পরিচিতি ২. মউযু বা আলোচ্য বিষয় ৩. গরয বা উদ্দেশ্য। ইলমে তাজবীদের তারিফ বা পরিচয় হলো ঃ প্রত্যেক হরফ কে নিজ নিজ মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) হতে সিফাত অর্থাৎ গুনগত অবস্থা সহ্ আদায় করা। ইলমে তাজবীদের মউযু বা আলোচ্য বিষয় হলো ঃ আরবী ২৯টি হরফ। এবং ইলমে তাজদবীদের উদ্দেশ্য হলঃ সহীহ্ শুদ্ধ রূপে কুরআন মজীদ পাঠ করা। কুরআন মজীদ অশুদ্ধ পড়লে ভুল হয়, সেই ভুলকে আরবীতে লাহ্ন বলে। লাহ্ন দুই প্রকার লাহনে জলী অর্থাৎ বড় ভুল ও লাহনে খফী অর্থাৎ সাধারণ ভুল। লাহনে জলী পড়া হারাম, লাহনে খফী পড়া মাকরূহ।

ইলমে তাজবীদের মোট ৫৫টি কায়দাকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ১.মাখরাজ ২.সিফত ৩.মুহাস্সানাত। মাখরাজ ১৭টি, সিফাত ১৭টি এবং মুহাস্সানাত ২১টি।

মাখরাজের বর্ণনা

হরফের উচ্চারণস্থলকে মাখরাজ বলে। আরবী হরফ ২৯টি মাখরাজ ১৭টি।

১. আকসায়ে হলক/কন্ঠনালীর মূল অংশ। ه – ء (হামযাহ, হা) এর মাখরাজ।

২. অসতে হল্ক/কন্ঠনালীর মধ্যভাগ হতে ح – ع (আঈন, হা) এর মাখরাজ।

৩. আদনায়ে হল্ক/কন্ঠ নালীর শেষ ভাগ خ – غ (গাইন ও খা) এর মাখরাজ।

৪. আলা জিহ্বার নিকটবর্তী জিহ্বা ও তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে ق (কাফ) এর মাখরাজ।

৫. আলা জিহ্বার নিকটবর্তী জিহ্বা হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে মধ্যখান পেচানো ك (কাফ)।

৬. জিহ্বার মাঝখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে হরুফে শাজারিয়া উচ্চারিত হয়। হরুফেশাজারিয়া তিনটি ج – ش – ى (জীম, শীন, ইয়া)।

৭. হাফায়েলিসান জিহ্বার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ض (যোয়াদ) উচ্চারিত হয়।
৮. জিহ্বার আগার কিনারা এবং সানায়ায়ে উলইয়া , রুবায়া , আনয়াব ও যাওয়াহেক দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে ل (লাম) উচ্চারিত হয়।
৯. জিহ্বার আগার কিনারা সানায়ায়ে উলইয়া, রুবায়া ও আনয়াব দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে ن (নুন) উচ্চারিত হয়।
১০. জিহ্বার আগার উল্টা পিঠ সানায়ায়ে উলয়া দাঁতের মাড়ির উপর লাগিয়ে ر 'রা' উচ্চারিত হয়।
১১. জিহ্বার আগা সানায়ায়ে উলইয়ার গোড়ার সাথে লাগিয়ে ط - د ت (তোয়া দাল, তা) উচ্চারিত হয়।
১২. জিহ্বার আগা সানায়ায়ে উলইয়ার আগার সঙ্গে লাগিয়ে ظ - ذ - ث (যোয়া, যাল , ছা) উচ্চারিত হয়।
১৩. জিহ্বার আগা সানায়ায়ে সুফলার আগার সঙ্গে লাগিয়ে ز - س - ص (সোয়াদ, সীন, যা) উচ্চারিত হয়।
১৪. নীচের ঠোটের পেট সানায়ায়ে উলইয়ার আগার সঙ্গে লাগিয়ে ف (ফা)উচ্চারিত হয়।
১৫. দুই ঠোট হতে ب - م - و (বা, মীম , ওয়াও) উচ্চারিত হয়।
১৬. জওফে দেহান বা মুখের খুলা জায়গা হতে হুরুফে মাদ্দা উচ্চারিত হয়।
১৭. খায়শুম বা নাকের বাঁশি হতে গুন্নাহর হরফ উচ্চারিত হয়।

সিফাতের বর্ণনা
(সিফাত ১৭টি)

কায়ফিয়াতে হরুফ তথা হরফ উচ্চারণের গুণগত অবস্থাকে সিফাত বলে। সিফাত দুই প্রকার ঃ মুতাযাদ্দা ও গায়রে মুতাযাদ্দা। পরস্পর বিরোধী সিফাতকে সিফাতে মুতাযাদ্দা বলে। আর পরস্পর বিরোধী নয় এমন সিফাতকে গায়রে মুতাযাদ্দা বলে। সিফাতে মুতাযাদ্দা ১০টিঃ যথা- হামস্, জেহের, শিদ্দত, রেখওয়াত, উস্তেআলা, ইস্তেফাল, ইতবাক, ইনফেতাহ, ইযলাক, ইসমাত।
১. হামস সিফাতওয়ালা হরফগুলো আদায় কালে আওয়াজ মাখরাজের মধ্যে এমন নরমী ও সহজভাবে লাগে যে, শ্বাস জারী থাকে। হামসের হরুফ ১০টি। যথা- فَـحَـثَّـهُ شَـخْـصٌ سَـكَـتْ

২. জেহের সিফাত ওয়ালা হরফগুলো আদায় কালে আওয়াজ মাখরাজের মধ্যে এমন শক্ত ভাবে ধাক্কা লাগে যে, শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। হামসের হরুফ ছাড়া বাকি সব হরফে জেহের সিফাত পাওয়া যায়।

৩. শিদ্দত সিফত ওয়ালা হরফ গুলো আদায় কালে মাখরাজের মধ্যে এমন শক্ত ভাবে ধাক্কা লাগে যে, আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় । শিদ্দতের হরুফ ৮টি যথা- اَجِــــدُ قَـــطٌّ بَـــكَــتْ

৪. রেখওয়াত সিফত ওয়ালা হরফগুলো আদায় কালে মাখরাজের মধ্যে এমন সহজ ও আসানীর সাথে লাগে যে, আওয়াজ জারি থাকে। শিদ্দত ও তাওয়াসসুতের হরফ ছাড়া বাকি সব হরুফে রেখওয়াত পাওয়া যায়। তাওয়াসসুতের হরফ ৫টি।
যথা- لِـــــنْ عُـــمَـــرُ এই হরফগুলো আদায় কালে আওয়াজ একদম বন্ধ হয় না আবার ভালরূপে জারীও থাকে না।

৫. ইস্তেআলা সিফতওয়ালা হরফগুলো আদায় কালে জিহ্বার গোড়া উপরের দিকে উঠে। তার হরফ ৮টি যথা- خُـــصَّ ، ضَـــغْـــطٍ ، قِـــظْ

৬. ইস্তেফাল সিফতওয়ালা হরফ গুলো আদায়কালে জিহ্বার গোড়া উপরেরর দিকে উঠে না। ইস্তেআলার ৮টি হরফ ব্যতীত সব হরফেই এই সিফাত পাওয়া যায়।

৭. ইতবাক সিফত ওয়ালা হরফগুলো আদায় কালে জিহ্বার মাঝখান তালুর সাথে লেপটিয়ে যায় । ইতবাকের হরফ 8টি যথা- ص ض ط ظ

৮. ইনফেতাহ সিফতওয়ালা হরফগুলো আদায়কালে জিহ্বার মাঝখান তালু হতে পৃথক থাকে। ইতবাকের ৪ হরফ ছাড়া বাকি সব হরফেই ইনফেতাহ পাওয়া যায়।

৯. ইযলাক সিফতওয়ালা হরফগুলো ঠোঁট ও জিহ্বার কিনারা থেকে খুব নরম ও সহজ ভাবে তাড়াতাড়ি আদায় হয়। ইযলাকের হরফ ৬টি যথা- فَرَّ مِنْ لُبٍّ

১০. ইসমাত সিফতওয়ালা হরফগুলো সহজ ভাবে তাড়াতাড়ি আদায় হয় না। ইযলাকের হরফ ছাড়া বাকি সব হরফেই ইসমাত সিফত পাওয় যায়।

সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ ৭টি

লীন , ইনহেরাফ, সফীর, কলকলা, তাকরার, তাফাশশী, ইস্তেতালাত।

১১.লীনের হরফ আদায়কালে এমন সহজ ও নরমভাবে আদায় হয় যে, ইচ্ছা করলে মদ করা যায়। লীনের হরফ ২টিঃ و এবং ى যখন সাকিন হয় এবং তার পূর্বে যবর থাকে।

১২. ইনহেরাফের হরফ ২টি ঃ ل – ر এই সিফতওয়ালা হরফ গুলো আদায়কালে একটি অন্যটির মাখরাজের দিকে চলে যেতে চায়।

১৩. সফীরের হরফ ৩টিঃ ص – س – ز এই হরফ গুলো আদায় কালে চড়ু ই পাখির আওয়াজের মত আওয়াজ হয়।

১৪. কলকলার হরফ ৫টি ঃ قُطْبُ جَدٍّ এ হরফগুলো সাকিন অবস্থায় আদায় কালে মাখরাজের মধ্যে ধাক্কা লেগে এক ধরণের কম্পণের সৃষ্টি হয়।

১৫. তাকরার শুধু ر এর মধ্যে পাওয়াযায়। এই হরফটি আদায় কালে জিহ্বার আগায় এক ধরনের কম্পন সৃষ্টির ফলে বার বার রা এর উচ্চারণের মত মনে হয়। তবে এর থেকে বেঁচে থাকা চাই।

১৬. তাফাশশীর হরফ ১টি ঃ ش এই হরফ উচ্চারণকালে তার আওয়াজ মুখের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃতি লাভ করবে।

১৭. ইস্তেতালাতের হরফ১টিঃ ض এই হরফ আদায়কালে তার মাখরাজের শুরুহতে শেষপর্যন্ত আওয়াজ বাকি থাকারদরুণ উচ্চারণকরতে একটুদেরী হয়

সিফাতে মুহাস্সানায়ে মুহাল্লিয়ার বর্ণনা

উচ্চারণ ও তিলাওয়াতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যেসব কায়দা কানুনের অনুসরণ করা হয় সেগুলোকে মুহস্সানাত বলে। মুহাস্সানাতের কায়দা ২১টি।

লামের কায়দা

১. الله (আল্লাহ) শব্দের লামের পূর্বে যবর কিংবা পেশ হলে সে লাম পোর হয়। পোর অর্থ মোটা করে পড়া। যেমনঃ اَللّٰهُمَّ – اَسْتَغْفِرُ اللهَ

২. আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে যের হলে সে লাম বারিক হয়। বারিক অর্থ চিকন করে পড়া। যেমনঃ بِسْمِ اللهِ – بِاللهِ

৩. আল্লাহ শব্দের লাম ছাড়া বাকী যত লাম আছে সব লাম বারিক হয়।
যেমনঃ كُلُّهُ – مَا وَلّٰهُمْ

ر এর কায়দা

৪. ر এর উপর যবর কিংবা পেশ হলে সেই ر পুর হয়। যেমন ঃ رَسُوْلٌ رُقُوْدٌ

৫. ر এর নীচে যের হলে সেই ر বারিক হয়। যেমন ঃ رِجَالٌ

৬. ر সাকিনের পূর্বে হরফে যবর কিংবা পেশ হলে সেই ر পুর হয়, যেমনঃ يَرْجِعُوْنَ – اُرْكُسُوْا – এর রা সাকিনের পূর্বের হরফে যের হলে সেই ر তিন শর্তে বারিক হয়। যথা ঃ যেরটি আসলী (আসল) হওয়া,

একই শব্দে হওয়া ও ر সাকিনের পর হরফে ইস্তেআলার কোন হরফ থাকা। হরফে ইস্তেআলা ৭টিঃ قِظْ - ضَغْطٍ - خُصَّ যেমনঃ اَنْذِرْ هُمْ

৭. ر সাকিন তার পূর্বের হরফে সাকিন, তার পূর্বে যবর কিংবা পেশ হলে সেই ر পুর হবে। আর যদি যের হয় তাহলে বারিক হবে। যেমন ঃ لَيْلَةُ الْقَدْرِ (পুর) এবং ذِى الذِّكْرِ بِكُمُ الْعُسْرِ (বারিক)।

৮. ر সাকিনের পূর্বে ইয়া সাকিন হলে সেই ر বারিক হয়। যেমনঃ قَدِيْرٌ، خَيْرٌ

মীমের কায়দা

৯. م মীম সাকিনের পরে মীম আসলে ঐ মীমকে ইদগাম করে গুন্নাহসহ পড়তে হয়। এদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। ইহাকে ইদগামে সগিরায়ে মিসলাইন বা ইদগামে শফরী বলে। যেমনঃ عَلَيْهِمْ مَّطَر।

১০. মীম সাকিনের পরে 'বা' অক্ষর আসলে সেই মীমকে গুন্নাহসহ ইখফা করে পড়তে হয়। (ইখফা অর্থ আওয়াজকে নাকের বাঁশিতে লুকিয়ে পড়া) ইহাকে ইখফায়ে শফরী বলে। যেমনঃ قُمْ بِاِذْنِ اللهِ

১১. মীম সাকিনের পরে 'বা' ও মীম ছাড়া অন্য কোন হরফ আসলে সে মীমকে ইযহার করে পড়তে হয়। (ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া) ইহাকে ইযহারে শফরী বলে। যেমনঃ لَهُمْ فِيْهَا।

নুন সাকিন ও তানবীনের কায়দা

১২. নুন সাকিন বা তানবীনের পরে 'বা' আসলে নুন সাকিন বা তানবীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহ সহ পড়তে হয়। ইহাকে কলব বলে। (কলব অর্থ পরিবর্তন করা যেমনঃ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ - مِنْ بَأْسٍ

১৩. নুন সাকিন বা তানভীনের পরে হরুফে হালকীর কোন হরফ আসলে নুন সাকিন বা তানভীনকে ইযহার করে পড়তে হয়। ইহাকে ইযহারে হালকী বলে। হরুফে হালকী ৬টি - غ - ع - خ - ح - ه - ء (হামযা, হা, হা, খা, আইন, গাঈন,) যেমনঃ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - مِنْ اَجَلٍ

১৪. নুন সাকিন বা তানভীনের পরে يَرْمَلُوْنَ এর ছয় হরফ হতে কোন একটি হরফ আসলে গুন্নাহ ব্যতীত শুধু ইদগাম হবে, ইহাকে ইদগামে বেলাগুন্নাহ বলে। যেমন ঃ مَنْ لَّا يُحِبُّ - رِزْقًا لَّكُمْ। আর বাকি ৪ হরফের يومن কোন একটি আসলে গুন্নাহ সহ ইদগাম হবে। ইহাকে ইদগামে বাগুন্নাহ বলে। যেমনঃ مَنْ يَّفْعَلُ - قَوْمٌ يَّعْقِلُوْنَ

১৫. নুন সাকিন বা তানভীনের পরে ইযহারের ৬ হরফ , ইদগামের ৬ হরফ ও কলবের ১ হরফ; এই মোট ১৩ হরফ ব্যতীত বাকি ১৫ হরফের ت – ث – ج – د – ذ – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ف – ق – ك –এ এদের কোন একটি আসলে নুন সাকিন বা তানভীনকে গুন্নাহ সহ ইখফা করে পড়তে হয়। ইহাকে ইখফায়ে মুতলাক বলে।
যেমনঃ لَنْ تَفْعَلُوْا – شَيْئٍ قَدِيْرٌ –

মদ ও মদের হরফের বর্ণনা

আওয়াজ কে টেনে লম্বা করে পড়ার নাম মদ। যে হরফে মদ হয় তাকে হরফে মদ বলে। হরফে মদ ৩টি ঃ আলিফ , ওয়াও , ইয়া। আলিফ খালি ডাইনে যবর – আলিফ মাদ্দা, ওয়াও সাকিন ডাইনে পেশ– ওয়াও মাদ্দা, ইয়া সাকিন ডাইনে যের ইয়া মাদ্দা। মদের পরিমাণ এক আলিফ। ইহাকে মদ্দে আসলী বা তবয়ী বলে। এক আলিফের উপরের মদকে মদ্দে ফরয়ী বলে।

মদ্দে ফরয়ীর আলোচনা

মদ্দে ফরয়ীর স্বভাব তিনটিঃ ء (হামযা, তাশদীদ, সাকিন)।

১৬. হরফে মদের পরে একই শব্দে হামযা আসলে তাকে মদ্দে মুততাসিল বলে। যেমন ঃ اُولٰٓئِكَ – جَآءَ

১৭. হরফে মদের পরে ভিন্ন শব্দে হামযা আসলে তাকে মদ্দে মুনফাসিল বলে। যেমনঃ مَآ اُنْزِلَ – فِيْٓ اٰذَانِهِمْ

১৮. হরফে মদের পর (একই) শব্দের মধ্যে তাশদীদ আসলে তাকে (মদ্দে লাযেম) কলমী মুসাক্কাল বলে। যেমনঃ دَآبَّةٌ – وَلَاالضَّآلِّيْنَ

১৯. হরফেমদের পর (একই) হরফের মধ্যে তাশদীদ আসলে তাকে (মদ্দে লাযেম) হরফী মুসাক্কাল বলে। যেমন ঃ الٓمّٓ (লামের মধ্যে)।

২০, হরফে মদের পর (একই) শব্দের মধ্যে সাকিন আসলে তাকে (মদ্দে লাযেম) কলমী মুখাফ্‌ফাফ বলে। যেমনঃ آٰلْئٰنَ

২১. হরফে মদের পর (একই) হরফে সাকিন আসলে তাকে (মদ্দে লাযেম) হরফী মুখাফ্‌ফাফ বলে। যেমনঃ كٓهٰيٰعٓصٓ । উল্লেখ্য যে, মদ্দে ফরয়ীসমুহকে তিন বা চার আলিফ টেনে পড়তে হয়।

সমাপ্ত

ওয়াক্‌ফের চিহ্ন সমুহ ও তার বিবরণ

০ আয়াত শেষ হওয়ার পর এরূপ চিহ্ন দেয়া থাকে। একে ওয়াকফে তাম বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ করতে হবে। তবে ওয়াকফে তামের উপর অন্য কোন চিহ্ন থাকলে তাহলে সেই চিহ্ন অনুযায়িই ওয়াকফ করবে।

مـ – এই চিহ্নকে ওয়াকফে লাযেম বলে। এই চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ না করলে অনেক সময় বিপরীত অর্থ হয়ে গিয়ে নামায নষ্ট হতে পারে।

ط – এই চিহ্নকে ওয়াকফে মতলক বলে। এমন স্থানে ওয়াকফ করাই উত্তম

ج – এই চিহ্নকে ওয়াকফে জায়েয বলে। এমন স্থানে ওয়াকফ করা বা না করা উভয়টি জায়েয। তবে ওয়াকফ করা ভাল।

ص – এই চিহ্নকে ওয়াকফে মুরাখখাস বলে। এমন স্থানে ওয়াকফ না করে মিলিয়ে পড়া ভাল। তবে নিশ্বাস শেষ হয়ে গেলে ওয়াকফ করা যায়।

قـــــف – এই চিহ্নকে ওয়াকফে আমর বলে । এমন স্থানে ওয়াকফ করার জন্য নির্দেশ করা হয়।

ق – একে কীলা আলাইহি ওয়াকফুন বলে। অর্থাৎ এখানে কেহ ওয়াকফ করার কথা বলেন আবার কেহ না করতে বলেন, তবে ওয়াকফ না করা ভাল।

لا – একে লা ওয়াকফা আলাইহি বলে। এমন স্থানে ওয়াকফ না করার হুকুম ।

صـــل – একে কাদ ইউসালু বলে। অর্থাৎ কোন কোন সময় ইহাতে ওয়অক করা হয় আবার কখনও মিলিয়ে ও পড়া হয়। কিন্তু ওয়াকফ করাই উত্তম।

صلے – একে ওয়াসলে আউলিয়া বলে। এরূপ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম। ওয়াক্‌ফ করলেও অসুবিধা নেই।

سـكـتـه – এর নাম সাকতাহ; এ স্থলে আওয়াজ ভঙ্গ করতে হয়। তবে নিশ্বাস জারি থাকে।

وقـفـه – এ স্থানে সাকতার ন্যায় এমনভাবে পাঠ করতে হয় যেন ওয়াকফের অধিক নিকটবর্তী হয় তবে শ্বাস জারী থাকবে।

– এই চিহ্নকে মু'আনাকা বলে। এমন চিহ্ন, শব্দ বা বাক্যের ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে আসে। পড়ার সময় প্রথম জায়গায় ওয়াকফ করলে প্রথম স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقـف الـنـبـى صـلـى الله عليه وسلم – এখানে ওয়াকফ করা অতি উত্তম ।

وقـف غـفـران – এখানে ওয়াকফ করলে গোনাহ মাফ মাফ হয়।

وقـف جـبـرايـل এ স্থানে ওয়াকফ করা বরকত পূর্ণ।

* কুরআন মজীদের পাতার কিনারায় এরূপ ع (আঈন) হরফের উপরে নীচে ও মধ্যে যে নম্বর থাকে এর উপরেরটি হলো সূরার রুকুর সংখ্যা নীচেরটি পারার রুকুর সংখ্যা এবং মাঝেরটি দুই রুকুর মধ্যবর্তী আয়াতের সংখ্যা॥